পাঠান-গৌরব

কাব্য

শ্রীসঞ্জীব চৌধুরী এম-এ,

ইংরেজী ভাষার অধ্যাপক নেপাল ; ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক—আনন্দমোহন কলেজ,
ময়মনসিংহ ; প্রভাতকুমার কলেজ—কণ্টাই ; ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রকাশক
সিটী লাইব্রেরী—ঢাকা

এক টাকা

অগ্রহায়ণ—১৩৪৫

প্রিণ্টার—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য
ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

উৎসর্গ

আমার আদরের কন্যা ৺নমিতা
রাণীর স্মৃতিকল্পে উৎসর্গীকৃত হইল

পাঠান-গৌরব

কাব্য

প্রথম সর্গ

দিল্লীর প্রাসাদে আজি আনন্দ অপার,
বিজয়ের জয়ডঙ্কা বাজিছে সতত ;
দুর্জ্জয় পাঠান সেনা সদা রণজয়ী
জিনি রাজপুতনার মহারাজগণে
করি বন্দী লক্ষ সেনা, শত সেনাপতি
ফিরিছে নগরে আজি ; মহানগরীর
প্রতি গৃহে প্রতি কক্ষে দিব্য আলোকের
মনোরম জ্যোতিচ্ছটা ! বিজয়ী পাঠান
মহোন্মাদে মত্ত সবে কাঁপাইছে ধরা ।
কোথা রাজকক্ষে নাচে দিব্য রমণীর
রমণীয় কেশরাশি, সুমধুর স্বনে
কোথা বা প্রাসাদ কক্ষ পূর্ণ মুখরিত ;

কোথা বা সম্রাট্-সেনা ফিরিছে নগরে
আল্লা হো আক্‌বর রবে, কোথা মস্‌জিদে
তুলিছে সহস্র সেনা আকাশের পানে
বিজয় গৌরবরবে উপাসনা স্বর
ভক্তিভরা প্রীতিভরা মনঃপ্রাণ-হরা !

নগরীর কেন্দ্রস্থলে সুরম্য প্রাসাদ ;
শত জয়ধ্বনি, শত আনন্দকল্লোলে
উপবিষ্ট দিল্লীশ্বর নাছির-উদ্দিন
সগৌরবে সিংহাসনে সভাকক্ষে সেথা ।
সম্মুখে রণবিজয়ী সেনাপতিগণ ;
আনন্দের পূর্ণ জ্যোতি খেলিছে সবার
উজল আনন'পরে। পুলকে সভায়
আলিঙ্গিছে রণজয়ী সেনাপতিগণে
সেনাপতি বলবন্ ; সদা মহারথী
অজেয় রণকৌশলে। দীর্ঘ শ্মশ্রু তার
দুলিতেছে বক্ষোপরে, পক্বকেশচয়
সুবর্ণ টোপরে ঢাকা, সুদৃঢ় শরীর
শার্দ্দূল শরীর যথা কাঁপে ঘন ঘন
শকতির মহাতেজে ; আঁখিদ্বয় হ'তে
অবিরত ঝরে তেজ, মধ্যাহ্ন গগনে
তপ্ত তপনের তীব্র রশ্মিজাল প্রায় ।

পিতৃপার্শ্বে দাঁড়াইয়া বঙ্গের ঈশ্বর
ধর্ম্মপ্রাণ মহামতি তনয় বুগরা ;
নাতিবৃদ্ধ নাতিযুবা, খ্যাত বীর বলি
পাঠান সেনানী মাঝে। পার্শ্বে তার পুনঃ
যুবক কায়কুবাদ বুগরা-তনয়
যৌবনের মদে মত্ত ; অদূরে তাহার
যুক্ত করে দাঁড়াইয়া সেনাপতিদ্বয়
বিনায়েৎ মহবৎ। পূর্ণ সভামাঝে
শুভ্র চন্দ্রাতপ তলে দিল্লী প্রাসাদের
গর্জ্জিলা অশনিনাদে মহারণজয়ী
সেনাপতি বলবন্। বিজয়-সন্ধ্যায়
কহিলা সুদৃঢ় কণ্ঠে চাহি সভাপানে,
"ধন্য মুসল্মান, ধন্য বিজয়ী পাঠান্,
ধন্য দাসরাজ বংশ ; ধন্য জাঁহাপনা
ভারত-বিজয়ী, ধন্য দিল্লীর ঈশ্বর।
বদ্ধ আজি জাঁহাপনা রাজ কারাগারে
রাজপুতনার যত মহারথিগণ।
মহাবীর সবে তারা, সুনিপুণ অতি
জটিল রণ কৌশলে ; শুধু নাহি মানে
একতার মহাশক্তি। বলে হিন্দু বলি
হিন্দুস্থানে আপনারে, কিন্তু ভুলে যায়
সংহতির শক্তি কথা ক্ষুদ্র স্বার্থ বশে।

বিলুপ্ত ভারতে আজি শকতি হিন্দুর,
ইস্‌লাম গৌরব রবি উদিছে আকাশে !
ছিন্ন ভিন্ন করি ক্লিষ্ট হিন্দুর সমাজে
ঐক্যহীন শক্তিহীন, বসাইব হেথা
ইস্‌লামের মহাস্তম্ভ, হিন্দুর শোণিতে
ভাসাইয়া হিন্দুস্থান, হিন্দুর মন্দির,
দুষ্ট মূর্ত্তি আরাধনে, প্রোথিব হেথায়
ইস্‌লাম গৌরবস্তম্ভ ; হিন্দুর শ্মশানে
জ্বালাইব দিব্য-আলো নব ধরমের।
দেহ অনুমতি আজি, ওহে দিল্লীশ্বর !
বিজয় গৌরবে দীপ্ত পাঠান শকতি
এ আদেশ তব কাছে মাগে শুভক্ষণে।"

থামিলেন সেনাপতি ; সর্ব্ব সভাজন
চমকিল শুনি হেন অসম্ভব বাণী,
চমকে পথিক যথা অকস্মাৎ শুনি
পথমাঝে বিভীষণ ধ্বনি অশনির।
কহিলা নাছিরুদ্দিন বৃদ্ধ নরপতি
ধর্ম্মমতি, চাহি নিজ সেনাপতি পানে,
"সত্য যা' কহিলে তুমি সেনাপতিবর ;
ইস্‌লাম গৌরব রবি উদিছে আকাশে ;
ভীষণ মরুর দীপ্ত অগ্নিজাল মাঝে

প্রস্ফুটিল সগৌরবে যেই দিব্য ফুল,
আজি বিস্তারিছে তার অপূর্ব্ব সৌরভ
সমগ্র জগতময় ; আজি ধরাতল
মুগ্ধ গন্ধে তার। কিন্তু রক্ত-সরোবরে
ফুটিবে কি ধর্ম্মশতদল ; পদ্মপত্রে
স্থির জলবিম্ব কভু ; কিম্বা মলময়
ঘৃণিত কর্দ্দম জলে ফুটিবে কি কভু
প্রতিবিম্ব ? নাহি হেন বিশ্বাস আমার।
ধর্ম্মেতে ধার্ম্মিক হোক মুসলমানগণ
এ বিশাল হিন্দুস্থানে, এ আকাঙ্ক্ষা মম।
দৃষ্টান্তে ধর্ম্মের স্রোত বহে সুবিমল ;
নহে রক্তে, নহে বলে, নহে ত কৌশলে।
বিজ্ঞ তুমি, বুঝি হ'লে মত্ত রণজয়ে,
তাই ধর্ম্মতত্ত্ব কথা মিশাইছ হেলে
ধরণীর ক্ষণস্থায়ী রাজনীতি সনে।
বহিছে হিন্দুর গঙ্গা হিন্দুস্থানময়,
পার্শ্বে তার সিন্ধু হেন চলিবে বহিয়া
ইস্লামের পুণ্যস্রোত, পবিত্রিবে দোঁহে
এ মহাভারত ক্ষেত্র। নহে মতি মম
আরোধি সে গঙ্গাস্রোতে, বিচ্ছেদি তাহারে
বহাইতে নব নদী ; মানি অসম্ভব
হেন চেষ্টা এ বিশাল হিন্দুস্থান মাঝে !"

রাজবাক্যে আশ্বাসিত উল্লসিত অতি
বলবন্-তনয় বীর বুগরা সুমতি।
কহিলা বিনীত কণ্ঠে পিতৃপানে চাহি—
"নহে পিতঃ! এই পথ ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার,
ধর্ম্মের সম্বন্ধ নাহি রাজনীতি সনে;
আছে যা' সে প্রাণে প্রাণে; শুদ্ধ ধর্ম্মস্রোত
ফল্গু হেন পবিত্রিয়া মনবুদ্ধি সবে
ক্রমশঃ প্রকাশে নিজে ধরাতল পরে
অপরূপ স্নিগ্ধ রূপে; দিব্য শক্তি তার;
রাজনীতি, জ্ঞাননীতি, নীতি সমাজের
সবারে আপন করে; আপনার ছাঁচে
সবারে গড়িয়া করে মূর্ত্তি মনোহর
শুভময়ী শান্তিময়ী। সে মধু মূরতি
প্ত করে ভেদজ্ঞান; পরশণে তার
ভুলে যায় ধরাতলে মানবের মন
ক্ষুদ্র ভেদনীতি, ক্ষুদ্র স্বার্থ অন্ধকার।
তবে কেন নরহত্যা নরের সমাজে;
কেন মিছা আকাঙ্ক্ষার মরীচিকা মোহে
ভাসাব নরের রক্তে নরের মেদিনী?
কেন সৃজি ধর্ম্মনামে মহা হাহাকার
অত্যাচার উৎপীড়ন, কেন বা সজোরে
দহি এক ধর্ম্মে হেথা চাহি বহাইতে

দগ্ধ তার ভস্ম'পরে ধর্ম্মস্রোত আর ?
এ নহে বিধাতৃ ইচ্ছা, এ নহে কখনও
স্রষ্টার সৃষ্টির নীতি। এ শুধু মোহের
আপাতমধুর মূর্ত্তি, অপ্রমিত বলে
আক্রমিছে রণজয়ী পাঠান সমাজে।
হব সাবধান মোরা, নহে এই মোহ
বিনাশিবে দাসবংশে, পারে বিনাশিতে
সমগ্র ইস্‌লাম শক্তি ভারত মাঝারে।
শত্রু চারিদিকে আজি। দুর্জ্জয় মোগল
গর্জ্জিছে ভীষণ রবে পশ্চিম সীমায়।
কতবার মোগলের প্রবল পীড়নে
শূন্য হ'ল রাজকোষ ; কতবার প্রজা
করুণ ক্রন্দনাকুল, আসিয়াছে হেথা.
সম্রাটের সন্নিধানে আশ্রয় পিয়াসে।
হোথা রাজপুত-শ্রেষ্ঠ মেওয়াত মালোয়া
অতর্কিতে আহরিছে শকতি মহান্
রোধিতে পাঠান শক্তি হিন্দুস্থান মাঝে ;
এ নহে সময় কভু ইস্‌লাম স্থাপনে
অসিমুখে, আজি মম এ যুক্তি সম্রাট্।"

স্নিগ্ধ বারিস্রোত যথা বসন্ত সময়ে
পূরিয়া মধুর নাদে নদীর দুকূল

মধুর নিঃস্বনে পশে কল কল রবে
শান্ত সাগরের বুকে, তথা বুগরার
কোমল মধুর বাণী পশিল হৃদয়ে
মহাপ্রাণ সম্রাটের ; সেনাপতিগণ
মুগ্ধ ক্ষণেকের তরে ; মুস্‌লিম তিলক
না হয়ে বিজয়োন্মত্ত ধর্ম্মনীতি কথা
স্থির অচঞ্চল স্বরে পূর্ণ সভা মাঝে
কহিল কোমল কণ্ঠে : দ্রবিল সবার
ক্ষণতরে প্রাণ সেথা ; শুধু সিংহ হেন
গর্জ্জিয়া উঠিল পুনঃ মুখ্য সেনাপতি
রণজয়ী বলবন্ ; কাঁপে থর্‌থরি
চাহি বুগরার পানে ; আঁখি দু'টি হ'তে
দ্রুত ক্রোধ-রশ্মিজাল বাহিরিল ঘন
রম্য চন্দ্রাতপ তলে পূর্ণ সভামাঝে।

কহিলা সম্বোধি পুত্রে তেজস্বী জনক :—
"কি কহিস্ রে বুগরা! ধর্ম্ম তুই শুধু
জানিস্ এ ধরামাঝে! সেনাপতি হয়ে
ফকির সাজিলি বুঝি! ধিক্ রে জীবনে।
তোর শুধু বিশ্বপ্রেম, আর কেহ কোথা
নাহি ভাবে ধরণীর মঙ্গলের কথা!
ধিক্! ধিক্! বৃথা তুই হলি সেনাপতি!

বৃথা মুসলমান জন্ম হেন শ্লাঘ্য কুলে।
ধর্ম্ম মোর মহারণ, গতি তার কোথা
নাহি জানি, জানিবার নাহি প্রয়োজন ;
আর মুস্‌লিম আমি, কোটি মুসলমান
চাহি এ ভারত ভূমে ; না জানি কখন
কোথা শুকাইবে নদী, কোথা বা পর্ব্বত
লুটিবে মুস্‌লিম বলে ধরণীর বুকে।
না জানি বহিবে কবে শোণিতের স্রোত
ধর্ম্মতরে হিন্দুস্থানে! আর জাঁহাপনা!
চাহে নিবেদিতে দাস শুধু এক কথা
দিল্লীশ্বর পদযুগে ; দৃষ্টান্ত কখনো
পশি ধরাময় সর্ব্ব নরের অন্তরে
এক ধর্ম্মে দীক্ষিবারে না ধরে শকতি।
নাহি ইতিহাসে কোথা এ হেন বারতা,
নাহি ধর্ম্ম গ্রন্থ মাঝে ; তাই এ বাসনা
মহাযুদ্ধে যত হিন্দু করি পরাজয়
ধরিব হিন্দুর চক্ষে পবিত্র কোরাণ
বরিতে ইস্‌লাম ধর্ম্মে ; না বরে সে যদি
দক্ষিণ করের এই মহা অস্ত্র ল'য়ে
নিপাতিব মহাশত্রু হেথা মুস্‌লিমের।"
কহিতে কহিতে কাঁপে তীব্র বীরদাপে
সেনাপতি বলবন্ ; হয়ে আত্মহারা

হানে অসি তীব্র বেগে ধরণী উপরে।
দীপ্ত সেনাপতি-মুখ জ্বলন্ত অঙ্গার !
বিনায়েৎ মহবৎ সেনাপতিদ্বয়
হেরি বল্‌বনের মুখ সমর্থিল তায় ;
যুবক কায়কুবাদ ত্যজিয়া আসন
সমর্থিল পিতামহে সাধুবাদ দিয়া।
অকস্মাৎ হল ধ্বনি "আল্লা হো আক্‌বর" ;
অকস্মাৎ শত শব্দে উঠিল কাঁপিয়া
নগরীর যত কক্ষ ; ঘন মহারবে
কাঁপে পূর্ণ সভাস্থল ভূকম্পনে যথা।
চমকিল সভাজন, চমকে সম্রাট্‌
শুনি অকস্মাৎ সেথা হেন মহাধ্বনি।
নিমেষে কক্ষের দ্বারে প্রবেশিল সেথা
নগরীর রক্ষিগণ, সঙ্গে বদ্ধকর
দীন ফকিরের বেশে বন্দী একজন।
অচঞ্চল আঁখি তার স্নিগ্ধতায় ভরা ;
অঙ্গকান্তি মনোহর স্বর্ণকান্তি হেন ;
পাদুকা বিহীন পদ ; স্বর্ণ দেহ প'রে
দুলিতেছে শুভ্রবস্ত্র, পূর্ণিমার রাতে
দুলে যথা মেঘজাল গগনের বুকে
আবরিয়া পূর্ণ চন্দ্র। হেরিলা সম্রাট্‌
মেঘাবৃত সুধাকরে ; শুধাইলা তারে—

"কে তুমি ! কেন বা হেথা ঘুরিছ গোপনে
পাঠানের রাজ্য-কেন্দ্রে ! জান না কি তুমি
পাঠানের রক্ষিগণে,—অব্যর্থ যাহারা
শত্রুর সন্ধানে নিত্য মম রাজ্য মাঝে ?
কেন সঙ্গীহীন হেথা ফকিরের বেশে
সঙ্গোপনে প্রবেশিলে দিল্লীর সীমায় ?
কহ সত্য ; মুক্ত তুমি, সত্য কহ যদি
এই রাজ সভামাঝে ; নহে সুনিশ্চয়
মৃত্যু তব ; জেনো বাণী পাঠান-রাজের।"
বন্দীরে পশ্চাৎ করি এল আগুসরি
রক্ষীর নায়ক বর, কহে করযোড়ে
চাহি সম্রাটের পানে মহাসভা মাঝে—
"জাঁহাপনা ! এল হেথা ফকিরের বেশে
দুষ্ট এই গুপ্তচর, ফিরে দ্বারে দ্বারে
ভিক্ষা মাগি ; আর হেরে নগরীর মাঝে
সর্ব্বস্থান ছদ্মবেশে। কেল্লার সমীপে
রাজরক্ষী দেখি এই ছদ্মবেশী জনে
দিল আমাদের করে ; বদ্ধ করি হেথা
তাই আনিয়াছি মোরা সম্রাট্ সমীপে।
অনুমতি মত কার্য্য সাধিব সকলে।"
গরজিলা সেনাপতি বলবন্ বলী
মত্ত করিবর যথা করি-যূথ মাঝে :

"লহ কারাগারে এই ছদ্মবেশী জনে ;
হবে স্থির গুপ্তচর, নহে হেন বেশে
কেন প্রবেশিবে হেথা কেল্লার সীমায়
জয় কোলাহল মাঝে, আত্মহারা যবে
বিজয় গৌরবোন্মত্ত পাঠানের সেনা।
জাঁহাপনা, শুনিয়াছি মোগলের সেনা
পুনঃ আসিয়াছে হোথা সীমান্তের পথে ;
হেরি ব্যস্ত হেথা রণে পাঠান সেনানী
আবার নেমেছে সেথা পার্ব্বত্য-মূষিক
ক্ষুদ্র 'খাইবার' পথে, চাহে করিবারে
পরাভব পাঠানের গৌরব ভারতে।"
নিস্তব্ধ সে দীন বেশী ফকির প্রবর ;
হেরিলা তাহার পানে ফিরাইয়া আঁখি
দিল্লীর ঈশ্বর পুনঃ ; কহিলা সম্বোধি,
"কহ পরিচয় তব ওহে গুপ্তচর।
কহ সত্য, দিনু আমি অভয় তোমায়।"
সম্রাট্ আদেশে সেথা সরি গেল দূরে
যত রক্ষী নেতাগণ, মুক্ত হল সেথা
মেঘ হ'তে সুধাকর ; রাজসভা মাঝে
কহিলা ফকিরবর রাজ-পানে চাহি',
"জন্ম মম কান্দাহারে আফগান দেশে
জাঁহাপনা ! শুনিয়াছি জ্ঞাতিগণ মুখে,

প্রবল বিদ্রোহে পিতা লইলা আশ্রয়
জননীর সহ দূরে পর্ব্বত গহ্বরে।
সেথা ঘোর ঝঞ্ঝামাঝে কোন নিশাকালে
পর্ব্বত ছায়ায় কোন বনানী মাঝারে
প্রসবে জননী মোরে ; জনক জননী
নিশীথে সন্তান বুকে ফিরে অন্ধপ্রায়
সূচী-ভেদ্য অন্ধকারে, রক্ষিতে জীবন
প্রবল বিদ্রোহী হতে—জননীর বুকে
সদ্যসূত হতভাগ্য কম্পিত তনয়।
দৈবে ব্যাঘ্র মুখে পড়ি হারায় জীবন
জনক জননী দোঁহে ; প্রভাতে জঙ্গলে
শুষ্ক সিক্ত বাত্যাক্লিষ্ট পত্রের শয়নে
পেল সেথা অর্দ্ধমৃত অধম বালকে
কোন রাখালের দল ; রাখাল-রমণী
পালে মোরে কান্দাহারে—এই পরিচয়।”

বসন্ত শিশির যথা অতি ধীরে ধীরে
পড়ে স্নিগ্ধ তৃণ-শিরে উষার আলোকে,
অমৃত কণায় তোষে নবীন মুকুরে
নবীন প্রান্তর বুকে, তথা সভামাঝে
ঝরিল মধুর বাণী কান্দাহার-মণি
রহিমের মুখ হতে, তুষিল সবায়।

মুগ্ধ রাজা, মুগ্ধ রক্ষী, মুগ্ধ সভাজন ;
সবে চাহে এক দৃষ্টে আগন্তুক পানে,
অমৃতের ধারা হেন বদনে যাহার
ক্ষরিল অদ্ভুত বাণী। শুধাল সহসা
সেনাপতি বল্‌বন্, ভাঙ্গি নীরবতা
ক্ষণিকের, সভামাঝে সুগম্ভীর স্বরে ।
"নাহি মাগে তব কাছে জন্ম-কথা আজি
পাঠানের অধীশ্বর। জিজ্ঞাসে সম্রাট্
বিজয় মদিরামত্ত রাজ-সৈন্য মাঝে,
কে তুমি পশিলে আসি ? কেন অতর্কিতে
রাজ্য বার্ত্তা তরে ফির নগর ভিতরে ?
কহ সত্য, নহে মৃত্যু জেনো সুনিশ্চয় ;
মায়াবী রাজার চর কত আসি ঘুরে
পাঠানের এ নগরে ; কিন্তু নাহি হেরি
তোমা হেন ছদ্মবেশী কভু এ জীবনে।"
নিস্তব্ধ ফকির-বর ; বলবন্ বাণী
পশেও পশেনা তার শ্রবণ বিবরে।
বাত্যা হেন বৈশাখের বহি গেল বেগে
মন্ত্রীর কঠোর বাণী ; কুটীর আশ্রয়ী
পান্থ হেন সয়ে নিল সে বাত্যার বেগ
কান্দাহার-মণি-বর। শুধু আঁখি দুটি
স্থির দৃষ্টে নিরখিল দিল্লীশ্বর পানে,

তৃষ্ণায় চাতক যথা কাতর নয়নে
নিরখে আকাশ'পরে সলিল-প্রবাহী
শান্ত জলদের মালা শান্তির পিয়াসে।
পুনশ্চ শুধিলা তারে দিল্লীর ঈশ্বর
সম্রাট্ নাছিরুদ্দিন দাস-কুলমণি।
"দেহ পরিচয় তব ওহে পরদেশী!
কে তুমি, কেন বা হেথা দুর্গের সীমায়
পশিলে ফকির বেশে; কিবা আকাঙ্ক্ষায়
চাহ মম রাজ্য বার্ত্তা; দুর্দ্দম মোগল
জানে কি খবর মম সন্ধানে তোমার?
কিম্বা তুমি মহাশত্রু মালোয়ার চর
কিম্বা চর মেওয়াতের! মুসলমান বেশে
ঘুরিছ জানিতে বার্ত্তা দুয়ারে দুয়ারে
মাগি ভিক্ষা যথা তথা পুরবাসী কাছে।
কহ সত্য, নাহি ভয়, দাস রাজগণ
অন্যায়ে করে না কা'রো জীবন হরণ।
সে নহে মুস্‌লিম ধর্ম্ম, দুর্ব্বলের বল
সতত পাঠানগণ। আরব মরুতে
মানব-হৃদয়-মরু ঘোর পিপাসায়
করে যবে আর্ত্তনাদ, ঘন হাহাকার,
তখন স্রষ্টার দূত স্বরগ হইতে
এল নামি, দিতে সুধা পিপাসিত নরে।

আমি মুসল্‌মান দূত ! সে শান্তি পিয়াসী,
নাহি অন্যায়ের ভয় মোর কাছে তব ।”
কহিলা ফকির-বর দিল্লীর সম্রাটে
উজল আননে ধীরে, বাণী সুমধুরে,
কহে যথা শীত-শেষে নূতন কোকিল
বসন্তের আগমনী, কিম্বা নিশাশেষে
মধুর উষার বার্ত্তা কনক শিশির।
শুভ্র দেহ-কান্তি তার, জীর্ণ বস্ত্র ভেদি
ঝলকে ঝলকে ঝরে দিব্য তেজমালা :
“রহিম আমার নাম, জাতি মুসলমান,
ছিনু রাখালের দলে বিংশতি বৎসর
পর্ব্বতে পর্ব্বতে দূরে আফগান দেশে
চরাইয়া মেষপাল ; একদা বিজনে
সান্ধ্য অন্ধকারে হরে মেষশিশু মোর
দুরন্ত শার্দ্দূল এক ; ধাইনু ছুটিয়া
ব্যাঘ্র প্রতি দিশাহারা, ধরিতে আপন
নিঃসহায় মেষশিশু ; হারাইনু পথ
বিজন কান্তারে সেথা সন্ধ্যার আঁধারে।
ক্লান্ত ক্ষুধাক্লিষ্ট দেহে লইনু আশ্রয়
কোথা তরুতলে ; সেথা নিশা আগমনে
গরজে ভীষণরবে বন্য পশুদল ;
ক্লান্তদেহে না ভাবিনু বিপদ আপন।

হেলায় আইল নিদ্রা, হেরিনু স্বপনে
সিংহ ব্যাঘ্র বরাহের মহাচক্র মাঝে
রয়েছি শুইয়া আমি, শুধু শিরে মম
রাখিছে আপন হস্ত স্বর্গ-জ্যোৎস্না মাখা
কোন স্বরগের দূত ; কম্পিত হৃদয়ে
শঙ্কিত হইয়া চাহি কাতর নয়নে
সেই স্বর্গ দূত পানে। কহে দূত সেথা
সে গহন বনে, সেই মহাচক্র মাঝে
অমৃত-মধুর সুরে আশ্বাসিয়া মোরে :
"নাহি ভয়, নাহি ভয়, ওহে মুসলমান্!
যাও পাঠানের দেশে ; কহ দিল্লীশ্বরে
জলদ-গম্ভীর স্বরে সম্ভাষিয়া ধীরে,
"হও মুসলমান্, রাজা! হও মুসলমান্!"
প্রভাতে স্বপ্নের শেষে হেরিনু নয়নে
ভীষণ সে পশুগণে ; একে একে তারা
সম্ভ্রমে ফিরিয়া গেল, স্পর্শিল না মোরে।
শুনি সেই স্বপ্নবাণী স্বরগ দূতের
দিশাহারা, পথহারা, ক্ষুধাতৃষ্ণাহারা
ছুটি হিন্দুস্থান পানে। কত কাল গেল
নাহি জানি, কিম্বা কোথা চলি কোন পথে।
নাহি জানি রাজদুর্গ, না জানি প্রাসাদ,
না জানি কে রাজরক্ষী, কেবা সেনাপতি,

কোথা পুরবাসী আর, কোথা পুর-দ্বার।
চাহি আমি দিল্লীশ্বর নাছির-উদ্দিনে,
চাহি শুনাইতে তারে স্বপন-বারতা
"হও মুসল্‌মান রাজা! হও মুসল্‌মান॥"
তীব্রস্বরে বাহিরিল কণ্ঠে রহিমের
স্বরগের পুণ্যাদেশ; স্তব্ধ সভাস্থল,
স্তব্ধ চন্দ্রাতপতলে সর্ব্ব সভাজন
দীপ্ত সেই গরজনে। মুগ্ধ ক্ষণতরে
রক্ষী সেনাপতি সহ দিল্লীর ঈশ্বর।
কি যেন আহ্বান আসি দূর স্বরগের
পশিল সবার হৃদে, কি যেন আলোক
আবরিল সবাকার হৃদয় আকাশে।
গর্জ্জে সবে সমকণ্ঠে কক্ষে প্রাসাদের
"হও মুসল্‌মান সবে, হও মুসল্‌মান"।
মিশাইল সেই সুরে আপনার সুর
বুগরা কায়কুবাদ; মিশাইল সুর
মহবৎ বিনায়েৎ রক্ষিগণ সবে;
মিশিল সম্রাট্ কণ্ঠ সে মহা গর্জ্জনে।
হল প্রতিধ্বনি কক্ষে, কাঁপিল প্রাসাদ,
ফিরাইয়া সেই সুর সেই শুভক্ষণে।
স্থির শুধু বলবন্; রক্তবর্ণ আঁখি
ঘুরিছে কোটরে দ্রুত, মহাচক্র যথা

যন্ত্রের তীব্র চালনে ; কিম্বা পত্রচয়
ঘুরে যথা ঘূর্ণীবেগে আকাশের পথে ।
স্থিরকণ্ঠে কহে বীর সম্রাটের প্রতি ;
"অবাক্ হইনু আজি, দিল্লীর ঈশ্বর !
গুপ্তচর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া যবে
গরজে রাজার স্বর, বুঝিব নিশ্চয়
ঘোর অমঙ্গল হবে সর্ব্ব রাজ্যময় ।
ঘৃণ্য অতি গুপ্তচর, গোপন আঁধারে
পাতে অভিসন্ধিজাল স্বার্থ-সিদ্ধি আশে ।"
কহিতে কহিতে কথা কাঁপে থর্থরি
সেনাপতি বলবন্ ; নমি রাজপানে
বাহিরিল ত্যজি সভা, মৃগরাজ যথা
ছাড়িয়া দুর্ব্বল মৃগে অরণ্য মাঝারে
ঘৃণায় ফিরিয়া চলে আপন গহ্বরে
বিজন মরুর বুকে, দীপ্ত অভিমানে ।
বীরদর্পে গেল চলি ত্যজি সভাস্থল
সেনাপতি বলবন্ ; কহিলা সম্রাট্—
চাহিয়া রহিম পানে, "ধন্য আজি মোর
রাজসভা, ধন্য আমি, ধন্য এ নগরী ;
পবিত্র সকল আজি তব পদরজে ;
নহ তুমি গুপ্তচর ; কোন দেবদূত
পবিত্র ইস্লাম-পথে চালাতে আমায়

আসিয়াছ হেথা নামি ; ক্ষম দোষ মম,
গুপ্তচর বলি তোমা সম্বোধিনু আমি।
ক্ষম বৃদ্ধ বলবনে, দম্ভী সেনাপতি
নিন্দিল সন্দেহে তোমা গুপ্তচর বলি।”
কহিতে কহিতে হ'ল সেথা নতজানু
সম্রাট্ নাছিরুদ্দিন ; ত্যজি সিংহাসন,
মাগে ক্ষমা রহিমের পদে করযোড়ে।
‘থাম’! ‘থাম’! ‘থাম’! বলি উঠিল ডাকিয়া
নব আগন্তুক সেথা সম্বোধি রাজায়।
“নাহি দোষ কিছু তব পাঠান ঈশ্বর ;
বৃথা কেন মাগ ক্ষমা আগন্তুক হতে ?
পবিত্র উৎসের প্রায় হৃদয়ে তোমার
রাজে সদা ধর্ম্ম-উৎস, কিন্তু স্রোত তার
বহাতে হইবে ধীরে ভারত মাঝারে।
বহিছে হিন্দুর গঙ্গা, অদূরে তাহার
শান্তবেগে বহে যাবে সিন্ধু ইস্‌লামের
তুষিয়া মানব হৃদি, দানি শান্তি নরে।
যে যাহার পথে চলি বহে যাবে ধীরে
শান্তির সিন্ধুর পানে সদা অবিরোধে।
গঙ্গার পবিত্র বায়ু চলিবে বহিয়া
ধীরে সিন্ধু-বক্ষ'পরে, সিন্ধু-বায়ু পুনঃ
কভু প্রবাহিয়া যাবে গঙ্গাহৃদি 'পরে।

খননে কি প্রয়োজন ? কেন বা স্ববলে
খনিবে সিন্ধুরে তুমি বহাইতে সেথা
খরতর বারিস্রোত ? কেন হিন্দুগণ
খনিবে স্বাধীন গঙ্গা টানিতে তথায়
অধিক সলিল রাশি ? আপনি বাড়িবে
স্বগুণে সিন্ধুর স্রোত নব ইস্‌লামের।
আপনি গম্ভীর হবে খরতরা নদী
বিস্তারি আপন ক্ষেত্র গতি আপনার।"

দিব্যালোকে উদ্ভাসিত হইল আনন
কান্দাহার সুত-শ্রেষ্ঠ দূত রহিমের।
একদৃষ্টে হেরে পুনঃ সর্ব্ব সভাজন
নব আগন্তুক আঁখি, প্রভাতে যেমতি
অন্ধকার ক্লিষ্ট জীব একদৃে চাহে
নব দিবাকর পানে, দিব্য জ্যোতিঃ যার
পূরি নভঃ, পূরি ধরা, পূরিয়া সাগর
পূরি নদনদী আর স্থাবর জঙ্গম
ছুটে শেষে আলোকিতে পর্ব্বতের বুকে
আঁধার পর্ব্বত গুহা আপন গৌরবে।

কহিলা বুগরা চাহি সম্রাটের পানে
শান্ত, শুদ্ধমতি, বীর বলবন্‌ তনয় :
"জাঁহাপনা ! পাঠানের বিজয় দিবসে
স্বর্গ হ'তে এল নামি স্বরগের দূত

শিখাইতে নীতি ধর্ম্ম ; বিজয়ের মোহ
মধ্যাহ্ণ তপন যথা ঝলসে নয়ন।
দৃষ্টি কভু নহে স্থির সে তীব্র আলোকে।
জিনিয়া হিন্দুর রাজ্য বসায়েছি মোরা
জয়দর্পে সিংহাসন ; করেছি আপন
বহুদেশ হিন্দুস্থানে স্বর্ণশস্যভরা ;
অনৈক্যে হেরেছে রণে হিন্দুরাজগণ।
পুনঃ বিজয়ের মোহে ইচ্ছি স্থাপিবারে
হেথায় মুস্‌লিম ধর্ম্ম রণশক্তি বলে।
এ নহে সত্যের পথ, এ শুধু স্বপনে
মরুমরীচিকা ছবি ; বুঝি তাই খোদা
প্রেরিলা স্বরগ দূতে রক্ষিতে পাঠানে
অপার করুণাবশে, হিন্দুস্থান মাঝে।
শত ধন্যবাদ আজি খোদার চরণে।
সযত্নে দিল্লীতে মোরা পূজিব সকলে
স্বর্গদূতে সসম্মানে, পরামর্শ মোর।”
রক্তিম গগনকোলে গোধূলির বুকে
ডুবিল সন্ধ্যার রবি সুদূর সাগরে ;
উদিল গোধূলি তারা ; নগরে নগরে
থামিল বিজয় বাদ্য ; শুধু মস্‌জিদে
আবার উঠিল ধ্বনি সান্ধ্য নমাজের।
আবার গাহিল কণ্ঠ ভেদিয়া গগন

ধাতার মঙ্গল ইচ্ছা, মঙ্গল বিধান,
প্রার্থনার পুণ্যগীতি পবিত্র করুণ।
দানি অনুমতি সেথা রহিম রক্ষণে
সেনাপতি বুগরারে, সমাপিলা সভা
ধর্ম্মপ্রাণ দিল্লীশ্বর নাছির্-উদ্দিন।
"ধন্য" "ধন্য" বলি উঠে যত সভাজন
মহাপ্রাণ সম্রাটের মহান্ চরিতে ;
"ধন্য" "ধন্য" প্রতিধ্বনি হইল চৌদিকে
শুভ্র চন্দ্রাতপ তলে পূর্ণ সভাস্থলে ॥

দ্বিতীয় সর্গ

মালোয়ার রাজপথে নিশা অবসানে
মন্দগতি চলে ক্লান্ত মেওয়াতের সেনা
মালোয়ার পুরীপানে ; তরুণ তপন
তখনো উষার বুকে উষার চুম্বনে
নীরব নিস্তব্ধ সুপ্ত পূরব সাগরে।
আকাশে নক্ষত্রচয় মিটি মিটি হাসি
ঘোষিছে নিশার শ্রান্তি ; বসন্ত কোকিল
ক্ষণে ক্ষণে কুঞ্জমাঝে ডাকি কুহুরবে
পূরিতেছে দিগন্তর ; শিশির কণিকা
কোমল পল্লব বুকে হাসিতেছে মৃদু
জলন্ত হীরক প্রায়। পুষ্প-তরুগণ
বিতরি মধুর গন্ধ পূরিছে পুলকে
উষায় পবন-প্রাণ ; শ্রান্ত নিশীথের
ক্ষীণ অন্ধকাররাশি সরিছে ক্রমশঃ
উদ্যান প্রান্তর হ'তে ; ক্রমশঃ আকাশ
নবীন আলোক জালে হতেছে পূরিত।
হেনকালে মালোয়ার রাজধানী পানে
চলিছে সেনানী সহ সুরসিংহ বলী

যুবরাজ মেওয়াতের ; মেওয়াতের সেনা
মিলি মালোয়ার সনে আক্রমিবে বলে
প্রবল পাঠান শক্তি দূর ফতেপুরে ;
সঙ্গে ভীমসিংহ বীর মুখ্য সেনাপতি।
মেওয়াত মালোয়া দোঁহে মৈত্রীসূত্রে বাঁধা ;
দোঁহে দোঁহাকার বন্ধু স্থির অচঞ্চল।
বিবাদের দাবানল দহিতেছে যবে
বিশাল শৌর্য্যের ক্ষেত্র, যবে রাজপুত
ভুলিয়া ক্ষাত্র-গৌরব ক্ষাত্র রাজনীতি,
ভুলি একতার শক্তি একতা গৌরব,
খণ্ডযুদ্ধে বিসর্জ্জিল শকতি আপন
পাঠানের শক্তি-স্রোতে, মালোয়া তখন
দৃঢ় মৈত্রীডোরে বাঁধা মেওয়াতের সনে।
মালোয়ার যুবরাজ মেওয়াত জামাতা ;
মালোয়া সেনানী সবে মেওয়াতের তরে
সমর্পিতে পারে প্রাণ ; মালোয়া গৌরবে
গৌরবিত মেওয়াতের নৃপতি আনন।
বিশাল ভারতবর্ষে বিষাদ-মরুতে
তপ্ত মরু-ভূমি বুকে সরোবর প্রায়
দুর্জ্জয় প্রতাপে শোভে মেওয়াত মালোয়া
সংহতির শক্তি বলে ; পাঠান্ শকতি
পারে নি নাশিতে সেই দৃঢ় মৈত্রী বাঁধে।

মেওয়াত মালোয়া দোঁহে বাঞ্ছে নাহি কভু
সমর পাঠান সনে ; কিন্তু আজি আর
নাহি ধৈর্য্য মালোয়ার কিম্বা মেওয়াতের।
নিঠুর যবন-শক্তি দলিয়াছে হেলে
বন্দী রাজপুতগণে ; দীপ্ত রোষানলে
বধিয়াছে বলবন্ বন্দী রাজগণে।
তাই হিন্দুস্থানময় আবেগ ক্রোধের ;
তাই সাজিতেছে আজি মেওয়াত মালোয়া
আক্রমিতে মহাশত্রু ; তাই শক্তিদ্বয়
মিশি চাহে বিনাশিতে শত্রু উভয়ের।
ধীরে উষালোকে পশে মালোয়ানগরী
দুর্জ্জয় মেওয়াত সেনা ; কাঁপিল সে রবে
বিশাল পুরীর কক্ষ ; পুরিল গৌরবে
সেথা সবাকার প্রাণ, সে শুভ প্রভাতে।
আইলা মালোয়া-রাজ পুরীর দু'য়ারে
আহ্বানিতে মেওয়াতের যুবরাজ বরে।
মিলিল নগর-বাসী ; জয় জয় নাদে
ভরিল মালোয়াপুরী, হৃদি মালোয়ার।
উদিল আকাশে রবি ; পূরব গগন
ছাইল আলোক জালে, পূরিল নগরী
তপনের দীপ্ত নব কর বক্ষে ধরি।
গগনে জলদ জাল শোভি নব রঙে

ছড়াল গগনময় ; মন্দ সমীরণে
বিশাল প্রাসাদশিরে উড়িল গৌরবে
বিচিত্র রাজপতাকা, অজেয় নিশান।
আহ্বানিলা সুরসিংহে মন্ত্রণা সভায়
মালোয়ার নরপতি ; আহ্বানিলা যত
মন্ত্রী সেনাপতি সবে ; বসি সিংহাসনে
সভামাঝে বৃদ্ধ নৃপ শূরভদ্র বলী
মালোয়ার অধীশ্বর, মালোয়া গৌরব,
কহিলা গম্ভীর কণ্ঠে, সম্বোধিয়া সবে।
"স্বাগত মালোয়া দেশে মেওয়াতের সেনা,
স্বাগত মালোয়া বীর সুরসিংহ বলী।
স্বাগত মেওয়াত মৈত্রী ; ধন্য রাজনীতি
প্রবীণ মেওয়াতপতি বলভদ্র বীরে !
দুর্দ্দিন হিন্দুর আজি ; ঝঞ্ঝা হেন হেথা
বহিছে পাঠানশক্তি হিন্দুস্থান প'রে।
ভীষণ সে ঝঞ্ঝা বেগে লুটিছে ভূতলে
সংখ্যাহীন বনস্পতি, শত শত বর্ষ
বিপুল গৌরবে যারা শোভিল ভারতে।
হেলায় দলিছে আজি ক্ষত্রবীরগণে
দুর্দ্দম যবনগণ, হেলায় লুটিছে
খণ্ড হিন্দু শক্তি আজি যবন চরণে।
চাহি ঐক্য, চাহি শক্তি, চাহি তেজ আজি

হিন্দুস্থানে হিন্দুহৃদে ; চাহি ত্যাগবল
স্বদেশ উদ্ধার তরে স্বধর্ম্ম রক্ষণে।
যবন জিনিছে আজি যত হিন্দুকুলে ;
যুদ্ধে বন্দী করি যত ক্ষাত্র বীরগণে
করিতেছে অত্যাচার, দলিছে হিন্দুরে
নিত্য নব নির্য্যাতনে ; যবন কারায়
মৃত আজি দীনবেশে ক্ষত্রিয়-গৌরব
বীরচূড়ামণি সবে ; হিন্দুর শোণিতে
ভাসিতেছে হিন্দুস্থান হিন্দুর মন্দির।
দহিছে হৃদয় মম হেরি অনাচারী
দুর্দ্দম এ শত্রুগণে পশিতে হেলায়
এ বিশাল হিন্দুস্থানে। জানি-না কি ক্ষণে
পাঠান পশিল হেথা। কোন্ বা কুক্ষণে
কুলাঙ্গার জয়চন্দ্র হিন্দুকুল-কলি
খনন করিয়া নদী আনিল ভারতে
এ হেন কুম্ভীরগণে ; আপনার পায়ে
করিল কুঠার হানি হেন সর্ব্বনাশ
স্বর্ণময়ী স্বর্ণপ্রসূ ভারত-মাতার।
হিন্দুর গৌরব লুপ্ত আজি হিন্দুস্থানে ;
হিন্দু ধর্ম্ম, হিন্দু জ্ঞান, হিন্দুর দর্শন
অকালে কালের গ্রাসে,—দিবাকর
যথা রাহুগ্রাসে সুমলিন ; দুর্দ্দম যবন

সহজে দলিছে আজি সত্য সুধাভরা
হিন্দুর গর্ব্বিত বক্ষ ; সহ্য নাহি হয় !
একে একে পড়িতেছে হিন্দুরাজগণ
যবনের করতলে ; অমার আকাশে
পড়ে যথা অবিরত উলকার আলো
শক্তিহীন প্রাণহীন ধরণীর 'পরে।
ঝড়ে তারকার প্রায় আছে লুকাইয়া
হিন্দুর পবিত্র জ্ঞান, পবিত্র দর্শন।
মথি নর হৃদয়ের অমৃত সাগর
আহরিলা যে অমৃত হিন্দু ঋষিগণ,
আজি বিনিন্দিত সেই অপূর্ব্ব অমৃত,
দলিত যবন পদে, শুষ্ক তৃণ হেন
হেলায় অবলুণ্ঠিত ধূলার উপরে।
রোধিব আমরা এই শক্তি যবনের
আপনার শৌর্য্যবলে ; নাশিব স্ববলে
পবিত্র এ হিন্দুস্থানে যবন শকতি।
এখনো হিন্দুর হৃদে মহাশক্তি জাগে ;
এখনো হিন্দুর রক্তে বহে তীব্র বেগে
গৌরবের মহাতেজ ; বেদমন্ত্র বলে
এখনো হিন্দুর প্রাণ নিত্য জাগরিত।
চাহি শুধু আজি সেই শক্তির আহ্বান,
পূর্ণ জাগরণ তার—পূর্ণ পরকাশ

বিশাল এ কর্ম্মক্ষেত্রে ; এই সন্ধি ক্ষণে
আহ্বানিব সেই শক্তি বাঁধিব তাহারে
দৃঢ় মৈত্রী ডোরে মোরা ; আক্রমিব বেগে
দুর্দ্দম যবন শক্তি ; উড়াইব বলে
স্বচ্ছ সরোবর হতে ধূলি আবরণ।
স্বপ্ন হেন উড়ি যাবে হিন্দু শক্তি বলে
ম্লেচ্ছ-শক্তি-মরীচিকা ; জাগিবে আবার
হিন্দুস্থান নবগর্ব্বে ধরণী উপরে।"
নীরবিলা নরপতি, নীরবে যেমতি
শরতের মেঘমালা বরষার শেষে।
কহে ভীমসিংহ বীর মিত্র সেনাপতি ;—
"সত্য যা' কহিলা আজি মালোয়া ঈশ্বর ;
শত শত ক্ষত্র নৃপে খণ্ড যুদ্ধে জিনি
কৈল বন্দী যবনের সেনাপতিগণ ;
না মানিয়া ধর্ম্মনীতি চাহে বলবন্
দীক্ষিতে সবারে সেথা মুস্‌লিম ধরমে।
ধর্ম্মপ্রাণ বন্দী যত হিন্দু নৃপগণ
নিন্দিল সাহসে সেথা দিল্লী সভামাঝে
নিকৃষ্ট যবন ধর্ম্মে ; ধন্য বীর তারা !
যবন আসিছে আজি, প্রতিষ্ঠিতে বলে
ভারতে আপন ধর্ম্ম দূর আরবের।
হিন্দু মোরা, নাহি চাহি ধর্ম্ম যবনের

হিংসে যারা দেব দ্বিজে—গোবধ যাদের
নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম, রাজ্য তরে যারা
প্রভুহন্তা, পিতৃহন্তা ; জিনিব আমরা
স্ববলে যবন শক্তি, রক্ষিব ধরমে।”
থামিলেন ভীমসিংহ। কহে তেজসিংহ
মালোয়ার সেনাপতি, মালোযা গৌরব—
“ধন্য এ সঙ্কল্প তব সেনাপতিবর !
লাঞ্ছিত ক্ষত্রিয় আজি যবনের পদে ;
দুর্জ্জয় পাঠান শক্তি কালানল প্রায়
গরজে ভারতবক্ষে, দহিতেছে হেলে
হিন্দুস্থানে হিন্দু-শৌর্য্য ; চাহে দহিবারে
হিন্দুধর্ম্ম, হিন্দুনীতি, হিন্দুর গৌরব।
কে সহে লাঞ্ছনা হেন ক্ষাত্র ধরমের ?
কে সহে আপন বক্ষে পর পদাঘাত
শত শত বর্ষ ব্যাপি ? কে পারে সহিতে
এতকাল নির্য্যাতন অপমান ঘোর
পরদেশী পরদ্বেষী বিধর্ম্মীর হাতে ?
যে সহে—সে মূর্খ অতি, অতি কাপুরুষ!
বৃথা জন্ম হেথা তার এই হিন্দুস্থানে
হিন্দুর গৌরব ক্ষেত্রে, বৃথা হিন্দু নাম
ধরে সে ভারত বক্ষে, বৃথা শক্তি তার।
বেগে বন্যা স্রোতে হেথা আসিছে ছুটিয়া

যবনের নীতি ধারা, কলুষিতে হেলে
শান্তিময় ভারতের সুধা সরোবরে ;
রোধিব সে গতি মোরা, শক্তি মহীধর
ধরিব সম্মুখে তার, করিব নির্ম্মূল
যবনের অহঙ্কার—এ সঙ্কল্প মম।”

থামিলেন মালোয়ার সেনাপতিবর।
কহে সভাসদগণে বীরপতি বলী
মালোয়ার যুবরাজ যুবক সুধীর—
“সত্য যা’ কহিলে আজি সেনাপতিবর ;
দলিছে ক্ষত্রিয়গণে আপনার বলে
যবনের শক্তি হেথা ; হিন্দুর গৌরব
লাঞ্ছিত যবন তেজে ধরণী উপরে !
দীপ্ত জ্বালাময় তাই হিন্দুর হৃদয় ;
মত্ত প্রতিশোধ আশে, আজি সন্ধিক্ষণে ;
কিন্তু হেরিতেছি আমি দৃশ্য মনোহর
দূর ভবিষ্যের বুকে মানস-নয়নে ;
আসিতেছে নবযুগ নবীন বরণে
নবশক্তি হৃদে নিয়ে, দিব্য আলো তার
দ্রুত নামিতেছে আসি ধরণী উপরে
নির্ম্মল উষার কোলে নব রবি প্রায় ;
পাঠান সোপান তার ; মুসল্‌মান ধ্বজা

উড়িছে গগনে আজি ; ক্রমশঃ ভারতে
বহুজাতি, বহুধর্ম্ম, বহুনীতি ধারা
বহিবে বাহির হতে, প্রতিঘাতে তার
জাগিবে নবীন প্রাণ ভারত সমাজে,
প্রকাশিবে সনাতন নূতন বরণে।
মরুমাঝে মনোরম সরোবর হেন
দূরে অতি দূরে হোথা শতাব্দীর বুকে
দেখিতেছি মূর্ত্তি তার ; দেখি স্বপ্ন হেন
বিশাল ভারতে সবে এক ধর্ম্ম-পথী ?
এক ঈশ্বরের লক্ষ্যে এক মহাস্বনে
গাহে সবে একতানে ধাতার গৌরব
উচ্চকণ্ঠে চাহি ঊর্দ্ধে স্বরগের পানে।
নাহি বাদ, নাহি ভেদ, নাহি বিসম্বাদ,
নাহি ক্ষুদ্র ছায়া নিয়ে ঘোর বিতণ্ডার
জ্বালাময় মহারব ; নাহি পরস্পরে
প্রাণহীন প্রতিহিংসা ধরমের মোহে।
ভাই ভাই করি হেথা আলিঙ্গিছে স্নেহে
হিন্দু মুসলমান সবে, অতীত আঁধার
ঘোরতর কলহের, গিয়াছে ডুবিয়া
প্রেমের আলোক জালে ; এক নীতি-ডোরে
বাঁধা সবে ; এক দেশে এক মাতৃবুকে
একই শাসন সূত্রে ; সে আদর্শ পুনঃ

জাগায় জগত-হৃদে মহামিলনের
পবিত্র বাসনা-বল ; জাগে সেই বলে
সর্ব্বদেশ ধরাতলে ; ভারত পবন
বহে দেশ দেশান্তরে বার্ত্তা মিলনের।”
নীরবিলা বীরপতি ; ক্ষণিকের তরে
মুগ্ধ সবাকার মন, মুগ্ধ হয় যথা
প্রভাতে জলধি—হেরি তরুণ-তপনে
উদিতে আকাশ-পথে নবীন গৌরবে।
কহে সুরসিংহ সেথা শুনি তার বাণী
মেওয়াতের যুবরাজ বীর চূড়ামণি—
"অপূর্ব্ব আদর্শ কথা শুনাইলে আজি
মালোয়ার যুবরাজ! দূর ভবিষ্যের
মধুর মিলন-বাণী সুধাধারা হেন
ঝরিল আননে তব ; মন চিত্রপটে
অঙ্কিলে অপূর্ব্ব ছবি দিব্য মিলনের ;
শুদ্ধ আদর্শ-ই বটে মিলন সোপান ;
যুগে যুগে নরপ্রাণ আহরে শকতি
যুগের আদর্শ হতে, বসন্তে যেমতি
হিম-ক্লান্ত তরুচয় লভে নব রস
শান্ত স্নিগ্ধ রসময়ী ধরণী হইতে।
হেরিয়াছি হেন স্বপ্ন প্রভাতে সন্ধ্যায়,
কভু সুষুপ্তির কোলে কভু জাগরণে,

কভু বা চন্দ্রিমা তলে শারদ নিশায়
নির্ম্মল আলোকে যবে পাপিয়ার দল
মধুকণ্ঠে গাহে নীল নবীন গগনে।
ধন্য এ হৃদয় তব ; পবিত্র সরসে
ফোটে কুমুদিনী, নহে সমল সলিলে।”
স্তব্ধ সভাজন শুনি বাণী সুমধুব ;
একে চাহে অন্য পানে ; ক্ষণতরে সেথা
সমরের অভিলাষ স্বপ্ন-কথা বলি
ভাতিল সবার হৃদে ; কহে সম্বোধিয়া
সবারে, মালোয়াপতি পুনঃ সভামাঝে—
“ধন্য মিলনের আশা হৃদয়ে তোমার
মেওয়াতের যুবরাজ ! কিন্তু সে মিলন
সম্ভবে কি আজি হেথা যবনের সনে ?
উদ্দীপ্ত যবন-শক্তি, মত্ত পশুবলে
চাহে নাশিবারে তোমা, ধরম তোমার।
চাহে না সে মৈত্রী হেথা, স্বপ্নেও হেরে না
মৈত্রীর মধুর ছবি আজি এ ভারতে।
অসমানে কোথা কবে সম্ভবে মিলন ?
সাধ স্বকর্ত্তব্য সবে আজি সন্ধিক্ষণে।
যুগের কর্ত্তব্য সাধি যুগধর্ম্ম পথে
অগ্রসর হও সবে, সুদূর স্বপনে
ভুলিও না কভু আজি কর্ত্তব্য আপন।

প্রকাশি আপন শক্তি যুগবীরগণ
বহাইবে সত্যপথে করমের স্রোত
যুগে যুগে কর্ম্মক্ষেত্রে, হবে না ব্যথিত
বর্ত্তমানে দুঃখময় পাপময় হেরি।
পৃথিবী কর্ম্মের ক্ষেত্র, কর্ম্মবলে সদা
খোলে মানবের আঁখি সত্যের সন্ধানে ;
কর্ম্মের আদর্শ রাখি হিন্দুরথিগণ
যুগে যুগে ধন্য কৈল এ ভারত ভূমি।
কর্ম্মই কর্ত্তব্য আজি ; ধর্ম্ম আপনার
আহ্বানিছে কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্মবীরগণে।
চল রণে কর্ম্মক্ষেত্রে, দেখাও আপন
শৌর্য্য, সময়ের বুকে কর্ত্তব্য সাধিয়া।"
   তৃপ্ত সভাজন শুনি বাণী তেজোময়ী
বীর সুরভদ্র মুখে, তৃপ্ত পান্থ যথা
হেরি সরোবর-বারি মরুভূমি মাঝে।
কহে নরপতি পুনঃ, "চল, চল সবে
পাঠান-বিজয়ে আজি ; সাজ রণসাজে
রক্ষিতে গৌরব হেথা দলিত হিন্দুর।"
   "সাধু, সাধু" বলি সবে সমর্থিল সেথা
বীর সুরভদ্র-বাণী ; সর্ব্ব সভাজনে
   প্রশংসিয়া মহাসভা শেষিলা নৃপতি।
দীপ্ত দিবাকর যবে মধ্যাহ্ন গগনে

উজল উঠিল জ্বলি, জয়ধ্বনি করি
মন্ত্রণার কক্ষ ত্যজি চলিলা সকলে
যে যার ভবন পানে। সুমঙ্গল ধ্বনি
ধ্বনিল প্রাসাদ শিরে ; হইল ঘোষণা—
"মেওয়াত মালোয়া দোঁহে দূর ফতেপুরে
আক্রমিবে পাঠানেরে ; রক্ষিবে গৌরব
হিন্দুর এ হিন্দুস্থানে জিনিয়া যবনে।"

তৃতীয় সর্গ

প্রমোদ উদ্যানে বসি দিল্লী নগরীর
রম্য মন্ত্রীভবনের বিস্তীর্ণ সীমায়
যুবক কায়কুবাদ বুগরা-তনয় ;
সম্মুখে উদ্যানমাঝে সহস্র বরণে
ফুটিছে বসন্তফুল ; সহস্র পল্লবে
পল্লবিত তরুশাখা ; দীর্ঘ তরুশিরে
আনন্দে গাহিছে পাখী নূতন সঙ্গীতে
বসন্তের আগমনী ; পালক মেলিয়া
নাচিয়া খেলিছে সেথা উদ্যান মাঝারে
স্বাধীন ময়ূরগণ ; বিস্তীর্ণ পেখমে
সহস্র তারকা প্রায় জ্বলিছে উজল
কত শত নব রঙে দিব্য আঁখিচয়
শিখীপুচ্ছে মনোরম ; উদ্যানের বুকে
অসংখ্য কুটির রাজে লতাপুঞ্জ মাঝে ;
সুন্দরী রমণীগণ সম্মুখে তাহার
(নবীন যুবতী সবে) নবীন সজ্জায়
পূরে নিত্য নব রসে যুবক হৃদয় ।
আসনে কায়কুবাদ ; সবুজ লতিকা

ঝুলিছে আসন 'পরে ; বামে বসি তার
নবীন যুবতী প্রিয়া আলেয়া রূপসী ;
নব গন্ধে নব সাজে নাচিছে সম্মুখে
ষোড়শী যুবতীগণ উন্মাদি হৃদয়।
হয়ে মত্ত মদিরায় কাঁপিছে যুবক
ক্ষণে ক্ষণে মোহোন্মাদে, হেরিয়া নয়নে
নবীন যুবতীগণে উদ্যান মাঝারে।
বসন্ত-গগনতলে পূরিয়া উদ্যান
মধুর সঙ্গীত-সুরে মধুর সন্ধ্যায়
গাহিছে যুবতীগণ। আত্মহারা সুখে
কহিল কায়কুবাদ গদগদ স্বরে
চাহি নিজ প্রণয়িনী আলেয়ার পানে,—
"হের আকাশের পানে বারেক আলেয়া !
সাজায়ে নবীন রঙে সুনীল গগন
ডুবিতেছে সান্ধ্যরবি, উঠিতেছে ধীরে
অনন্ত অমৃত-ভাণ্ড বসন্ত চন্দ্রিমা।
এমনি সুধায় পূর্ণ মানব জীবন ;
মহতী পিয়াসা আশে এমনি সুধার
ছুটে দ্রুত অবিরত মানবের মন।
মানব-সাহিত্য আর মানব-বিজ্ঞান
মানব-সঙ্গীতকলা, মানবের নীতি
মত্ত হেন সুধা তরে ; মহানদী প্রায়

বহিয়া নিতেছে তারা মানবের মনে
আপনার মহাস্রোতে সুখ-সিন্ধুপানে
চির-স্থির অনাবিল ; হেরেছি নয়নে
আজি বসন্ত-সন্ধ্যায় নবযুগ-ছবি।
ভোগের সোপান রাজি অতি মনোহর ;
আরোহি চলিছে তায় মানব-সমাজ
নব স্বরগের পানে, কভু ছবি যার
অতীতের অন্ধকারে মানবের মনে
খেলে নাই হেন স্নিগ্ধ অপরূপ রূপে।
তৃপ্ত আজি হৃদি মোর সে দৃশ্য হেরিয়া।
নবীন প্রবৃত্তিচয় ভোগের আশায়
জাগিয়া উঠিছে হৃদে, বসন্ত-বাতাসে
বীজ বক্ষ ভেদি যথা অঙ্কুর নিচয়
তোলে শির সুকোমল তপন আলোকে ;
কে না দানে সার বল এ হেন অঙ্কুরে ?
কে চাহে বরিতে দুঃখ, ভরিতে জীবনে
ঘন কৃষ্ণ কালিমায় ? কে চাহে বাঁধিতে
বিমুক্ত প্রবৃত্তি স্রোতে কঠোর বাঁধনে
অসার শাসন-ডোরে ? কে চাহে ফিরিয়া
ঘৃণিত কর্দ্দম পানে, হেরিয়া সম্মুখে
পদ্মপূর্ণ সরোবরে ফুট কমলিনী ?
যে চাহে, সে মূর্খ অতি ; মানব জীবন

শুধু ভোগ সাধনার অতুল সোপান!
ভোগ লক্ষ্য মানবের, মানব-বিজ্ঞান
বাড়াইছে কায়া তার, মানবের নীতি
চাহে সংযমিতে তারে বিকাশের তরে।
মানব-সাহিত্য আর মানব-সঙ্গীত
স্তরে স্তরে উত্তোলিছে সুখস্বর্গ পানে
মানবের বৃত্তিচয়ে। হেন স্বর্গ বটে
নরের চরম আশা। আজি এ সন্ধ্যায়
পূর্ণ চন্দ্রিমার তলে মহাসুখ মাঝে
হেরি প্রতিমূর্ত্তি তার ভবিষ্য-হৃদয়ে
পুলকি উঠিছে তনু,—সুন্দরি আলেয়া॥”
কহিতে কহিতে হল মহাপুলকের
বিপুল স্পন্দন তার উজল আননে!
সুরাপাত্র নিয়ে হাতে পিয়িল হেলায়
মধু সুরা মন্ত্রীপৌত্র ; চুম্বিল সোহাগে
সুন্দরী আলেয়া-গণ্ডে। মত্ত সুখোন্মাদে
কহিলা আলেয়া চাহি যুবকের পানে
মৃদু কণ্ঠে সে সন্ধ্যায় :—
“নাহি জানি মোরা
দর্শন সাহিত্য তত্ত্ব ; না জানি বিজ্ঞান
কোথা কিবা করিতেছে মানব সমাজে।
জানি শুধু সুখমধু,—জানি চম্পকের

আছে গন্ধ, আছে সুর বসন্ত কোকিলে ;
আছে ক্ষুদ্র তারকার দিব্য প্রতিকৃতি
মনোরম শিখিপুচ্ছে, আছে আজি নভে
প্রাণোন্মাদী সুকোমল মধু সুধারাশি।
আর আছে মনোরম মন্ত্রীর উদ্যানে
হেন চন্দ্রিমার তলে লতাপুঞ্জ বুকে
যুবক কায়কুবাদ মত্ত সুখভরে।
না চাহি জানিতে কিছু অধিক ইহার।”
নিঃসরিল মধুস্বর শক্ত যুবতীর
সুকোমল কণ্ঠ হ’তে। বসন্ত সন্ধ্যায়
উঠিল আনন্দ গীতি ভেদিয়া গগন
পূরিয়া উদ্যান সেথা। গাহিল সন্ধ্যায়
শুনি সে মধুর তান বসন্ত-কোকিল
কুলায় বিটপীশিরে ; নড়ে পত্রচয়
মর্ম্মরিয়া রাখি তান সে সঙ্গীত সুরে।
উদ্যানে কুসুমচয় দুলিল সোহাগে
রাখি তান সেই সুরে, সন্ধ্যার শিশির
নাচিল পল্লব শিরে মধুর নর্ত্তনে।
দূরে প্রাসাদ সোপানে কে আসিছে হোথা ?
কার ছবি উজলিছে সন্ধ্যার আলোকে
প্রাসাদ সোপান-রাজি, কে বা সে মূরতি
উজল আসিছে হেথা উদ্যানের পানে

চাঁদতলে জিনি স্নিগ্ধ চাঁদ-গরিমায় ?
হেরিলা কায়কুবাদ দূরে ছায়া তার ;
হেরিল যুবতীগণ আসিতেছে হেথা
দ্রুত নামি উদ্যানের পথে সে মূরতি।
নিস্তব্ধ সে সুখদৃশ্য নিস্পন্দ নীরব।
থামে নৃত্যগীত, থামে অকস্মাৎ সেথা
যুবতী কণ্ঠের মধু অপূর্ব্ব নিঃস্বন,
থামে যথা বজ্রনাদে গভীর নিশীথে
মেঘহীন নীলাকাশে শারদ অম্বরে
সহস্র পাপিয়া কণ্ঠ পূর্ণ মধুতানে।
পলাইল চারিদিকে যুবতীর দল ;
পলায় আসন ছাড়ি সুন্দরী আলেয়া
প্রিয়তমা যুবকের ; সুরাপাত্র দূরে
ছুড়িল কায়কুবাদ, স্তব্ধ-নেত্রে হেরি
দিল্লীর সাম্রাজ্ঞী দেবী ফতেমা রূপসী,
পিতৃস্বসা আপনার, প্রশংসা যাহার
পূরিত সহস্র কণ্ঠ রাজ্যে পাঠানের।
মুহূর্ত্তে উদ্যানমাঝে আসিলা ফতেমা ;
কহিলা কঠোর কণ্ঠে ভ্রাতুষ্পুত্রে চাহি :—
“যাহ বৎস, যাহ আজি ফতেপুর রণে
জিনিতে হিন্দুর সেনা ; পাঠান-গৌরব
আক্রমিতে আসে হিন্দু ; সেনাপতি হয়ে

যাহ রণে ; নহে এই বিলাস সময়।
অনিচ্ছুক যুঝিবারে হিন্দুসেনা সনে
বুগরা সে মহারণে, যেথা মালোয়ার
সৈন্য সেনাপতি গর্জ্জে মত্ত করী হেন
আক্রমিতে পাঠানের গৌরব ভারতে।
তর্কে আচ্ছাদিল নীতি, ঔদ্ধত্যের বশে
তুচ্ছিল সে বৃদ্ধ পিতা মন্ত্রীর আদেশ।
তাই পদাঘাতে তারে তাড়িলা জনক
মন্ত্রীশ্রেষ্ঠ বলবন্। যাহ রণে তুমি
বরিবে তোমায় পিতা সেনাপতি পদে।”
স্তম্ভিল কায়কুবাদ, স্তম্ভিল উদ্যান
গম্ভীর সে কণ্ঠরবে রাণী ফতেমার।
স্তম্ভে শাখে শাখিগণ, স্তম্ভে তরুশিরে
কোমল পল্লবরাজি কুঞ্জলতা বুকে।
ঘন বিদ্যুতের ডাকে কাঁপে যথা প্রাণ
পথক্লান্ত পথিকের, কাঁপিল তেমতি
যুবক কায়কুবাদ। ক্ষণকাল তরে
মোহের মদিরা গেল উড়িয়া হেলায়
কোথা কোন দূরদেশে ; উড়ে যথা হেলে
বৈশাখের শুষ্কপত্র পবনের বেগে
দ্রুত আকাশের পানে। কহিলা চাহিয়া
যুবক কায়কুবাদ পিতৃষ্বসা পানে—

"স্বর্গজ্যোতিঃ হেন তোমা হেরিয়া হেথায়
কাঁপিছে হৃদয় মম ; কি যেন আঁধার
গিয়াছে হৃদয় ছাড়ি ক্ষণকাল তরে।
ধন্য পিতৃষ্বসা তুমি, দিল্লী-অধীশ্বরী,
ধন্য এই মন্ত্রীপুরী জনমে তোমার।
কিন্তু কহ তুমি আজি, কহ মাতঃ মোরে
হয়ে রাজ্য অধীশ্বরী, রহি নিত্য ডুবি
ঐশ্বর্য্য আলোক মাঝে উজল অসীম,
কেন নিত্য রাঁধ তুমি অন্ন আপনার
যত্নে আপনার শ্রমে ; আপন বসন
কেন বা আপন হস্তে বুন গো জননি !
কার তরে এত অর্থ এ রাজ্য বিশাল ?
কার তরে মণিমুক্তা প্রবাল পাথর ?
কেন ঐশ্বর্য্যের রাণী নিয়াছ বরিয়া
দারুণ দারিদ্র্য দুঃখ ; কেন দিল্লীশ্বর
তোমার আদর্শ হেরি দরিদ্রের বেশে
বসে রাজ-সিংহাসনে ফকিরের প্রায় ?
কহ মোরে আজি মাতঃ কি তথ্য ইহার !
যাব আমি ফতেপুর সেনাপতি হ'য়ে,
জানি জয়ে আছে সুখ, গৌরব অসীম"।
শুনি ভ্রাতুষ্পুত্র বাণী কহিলা ফতেমা
পাঠানের মহারাণী দাসকুলবধূ—

"কি কহিস রে বালক ! ভোগ তরে শুধু
মানবের এ জীবন ? ঐশ্বর্য্য অতুল
রাজ্যভরা শুধু রহে রাজসুখ তরে ?
আশ্চর্য্য হইনু আজি শুনি কথা তোর !
রাজৈশ্বর্য্য প্রজাধন, সম্পত্তি প্রজার ;
না মানিয়া সুখ দুঃখ শীত গ্রীষ্ম ঘোর
করিয়া অসীম শ্রম মধ্যাহ্ন তপনে,
করি ঘর্ম্মপাত ক্ষেত্রে বারিপাত হেন
শ্রাবণের, অর্জ্জে যাহা দরিদ্র কৃষক
সে কি শুধু রাজতরে রাজসুখ তরে ?
রাজভোগ অনলের যোগাতে ইন্ধন
মরে কি দরিদ্র প্রজা অন্নবস্ত্রহীন
জরাক্লিষ্ট রোগগ্রস্ত রাজপথ পরে ;
পুষিতে সন্তানগণে রাজপুরুষের
রাজভোগে রাজসুখে, মরে কি কৃষক ?
আশ্চর্য্য শুনিনু হেন বাণী মুখে তোর ;
নাহি শাস্ত্রে হেন কথা, না হেরি কোরাণে।
দরিদ্র কৃষক হেন আপনার ভোগ
আপনি অর্জ্জিবে রাজা, আপন বসন
আপনি বুনিবে নিত্য আপনার শ্রমে।
কিন্তু সে কথায় আজি নাহি প্রয়োজন ;
রণতরে যাও তুমি ফতেপুর পানে ;

দুয়ারে হিন্দুর সৈন্য গর্জ্জিছে ভীষণ
মদোন্মত্ত করী যথা ; যাও সিংহসুত
খণ্ড খণ্ড করি তারে রাজার দুয়ারে
আন তুমি, রক্ষ পাঠানের কুলমান ;
রাখ মুসলমান ধর্ম্ম, উৎপাটিতে যারে
এ ভারতক্ষেত্র হ'তে চাহে অবহেলে
হিন্দুর বিশাল শক্তি আপনার বলে।
রাখ রাজ্য, রাখ ধর্ম্ম এ ঘোর বিপদে,
যাহ বীর-পুত্র রণে, হও রণজয়ী ;
দুর্ব্বল জনক তব নাহি বুঝে নীতি,
না বুঝে বীরের ধর্ম্ম ; তাই সে বিমুখ
আজি এই মহারণে ; রক্ষ তুমি মান।"

কহিতে কহিতে সেথা ত্যজিলা উদ্যান
দিল্লীশ্বরী মহারাণী বলবন্ তনয়া।
নিশীথের অন্ধকারে উলকার প্রায়
হেরিল তাহারে সবে—কিম্বা মরীচিকা
যথা মরুভূমি 'পরে নিদাঘ সন্ধ্যায়।
ধীরে লতাকুঞ্জ হতে বাহিরিল পুনঃ
নির্ম্মুক্ত গগন তলে সুন্দর উদ্যানে
যতেক যুবতীগণ। আসিল আলেয়া
পরম প্রেয়সী নারী, রাবেয়া, আয়েষা,

হেলিমা প্রভৃতি যত ষোড়শী যুবতী।
স্বর্ণমূর্ত্তি হেন সবে, তপ্ত কাঞ্চনের
উজল নবীন রঙে শোভিল নিশীথে
চাঁদতলে তারা হেন। সোণার অঞ্চল
সেথায় চুমিল ধীরে সান্ধ্য শিশিরের
কোমল মধুর বিন্দু কোমল পরশে।
কহিলা আয়েষা চাহি যুবরাজ পানে—
"আশ্চর্য্য শুনি যে কথা আজি যুবরাজ ;
যেতে হবে মহারণে কাফেরের সনে !
কিবা ভয়ঙ্কর রণ ! শুনি রণ-কথা
কাঁপে হৃদি থর্‌থরি, নরমুণ্ড রণে
যায় গড়াগড়ি হেলে লোষ্ট্র পিণ্ড প্রায়।
ঝরে তীব্র বেগে সেথা নরের রুধির
বরষার বারি হেন, তীব্র আর্ত্তনাদে
বিলাপে সহস্র সেনা হস্তপদহীন।
কে হারে কে জিনে তার নাহিক ঠিকানা॥
অনিশ্চিত রণফল, অনিশ্চিত যথা
গগনে শারদমেঘ, নিত্য সচঞ্চল ;
নাহি দিব যেতে মোরা রণে যুবরাজে।"
"দিব না যাইতে রণে" কহিলা হেলিমা ;
"কুঞ্জমাঝে কুঞ্জনাথে রাখিব বাঁধিয়া
দিব্য প্রণয়ের ডোরে ; ফুটিবে চম্পক

বসন্তের আগমনে, গাহিবে বিহগ
করুণ মধুর কণ্ঠে, নাচিবে ময়ূর
মোদের এ কুঞ্জমাঝে ; নাহি দিব যেতে
এ হেন মধুর মাসে মধুর সঙ্গীরে
দূরে কাফেরের রণে, এ সত্য আমার।”
মৃণাল-কোমল দুটি বাহু প্রসারিয়া
যুবকের গলদেশে, কহিল আলেয়া।
ঝরে অশ্রু অবিরত আঁখিদ্বয় হতে
নির্ম্মল উজল বিন্দু, তৃণশির পরে
ঊষার শিশির যথা। কহে সকরুণ
পিক-বিনিন্দিত কণ্ঠে আলেয়া রূপসী।
“মোরাও যাইব রণে শাহজাদা সনে ॥
সাজি রণ-সাজে সেথা রহিব দুর্গের
সুরক্ষিত কোন কক্ষে ; হেরিব নয়নে
বাতায়ন পথে তব মূর্ত্তি মনোহর ;
হেরিব তোমায় মোরা, ওহে প্রিয়তম
যুঝিতে হিন্দুর সনে, রণস্থলী মাঝে।”
বিহ্বল বিহঙ্গ যথা পল্লব শয়নে
সুখময় বসন্তের—বিহ্বল তেমতি
যুবক কায়কুবাদ ; বিস্মরিল হেলে
রাণীর আদেশ-বাণী বুগরা-তনয়।
গাহিল সুকণ্ঠে পুনঃ শতেক রমণী

ভরিয়া উদ্যান বক্ষ, পিয়িল সে সুধা
চম্পক, গোলাপ, যূথী, মালতী, পারুল !
পিয়িল আকাশে সুধা পাপিয়ার দল
সে মধুর ধ্বনি হতে, স্তম্ভিল গগনে
চমকি তারকাচয় চাঁদসুধা-পায়ী।
কহিলা কায়কুবাদ যুবতী সকলে—
"শুনিয়াছি রণবার্ত্তা, জানি রণজয়ে
আছে সুখ, আছে আশা পূর্ণ গৌরবের।
কিন্তু সুখশয্যা ছাড়ি কেবা কোথা বরে
মহারণে মৃত্যুশয্যা, কে চাহে গরল,
নিত্য অধিবাস যদি অমৃত-সাগরে।
ভীষণ হিন্দুর সেনা আসিছে ছুটিয়া
দীপ্ত প্রতিহিংসা বশে ; আমি কেন মরি
মক্ষি হেন দাবানলে, কেন সুখ ছাড়ি
জ্বলন্ত অনল মাঝে সঁপিব জীবন ?
হেথা মহাসুখে মম মধু-কুঞ্জ বনে
ভুঞ্জিব পিরীতিসুধা, স্নিগ্ধ মদিরার
মধুস্বাদে রব মত্ত আপন প্রাসাদে।"
নিরবিল মন্ত্রীপৌত্র ; হ'ল আত্মহারা
সুখমোহে পুনর্ব্বার কুঞ্জবনমাঝে
নির্ম্মল গগন তলে মন্ত্রীর উদ্যানে।
ডুবিল হেলায় পুনঃ বিলাস-সাগরে

যুবক কায়কুবাদ, মত্ত করী যথা
নিদাঘে ডুবায় দেহ শীতল সলিলে।
সহসা উঠিল ধ্বনি দূরে প্রাসাদের
বিস্তীর্ণ সোপানপথে, শত সেনা যেন
রণমত্ত ধায় বেগে শক্রসৈন্য পানে।
সহস্র চরণ ধ্বনি কাঁপাইল বেগে
বিশাল প্রাসাদ কক্ষ, উদ্যান বিশাল।
হেরে প্রাসাদের পানে বুগরা তনয়,
হেরে নারীগণ সেথা ; আইল সম্মুখে
অকস্মাৎ বেগে এক মন্ত্রীর দুয়ারী।
নিবেদিল রক্ষীবর যুবরাজ পদে।
“দ্রুত আসিতেছে, প্রভু, মন্ত্রী বলবন্
হেথা এ উদ্যান পানে রক্ষিগণ সনে ;
অনুমতি যুবরাজে দিতে এ বারতা।”
পুনঃ লুকাইল দ্রুত নারীগণ সবে
লুকায় শ্মশান হ’তে প্রেতগণ যথা
হেরি দীপ্ত দিবাকর উদিত গগনে।
নিমেষে পশিল সেথা সেনাপতিবর
মন্ত্রীশ্রেষ্ঠ বলবন্ ; গর্জ্জিল সরোষে
নিশীথে উদ্যান বুকে, গর্জ্জে যথা বেগে
দাবানল, হেরি তরু বনানী মাঝারে।
কহে বৃদ্ধ বীর চাহি পৌত্রে আপনার

"কি কর কায়কুবাদ ! দুর্জ্জয় শমন
দণ্ড নিয়ে দ্বারে আজি ; এই কি রে তোর
বিলাস বাসনা কাল ? এ কি রে সময়
কুঞ্জবনে মোহোন্মাদে মত্ত হ'তে তব !
দেখ, দেখ, মহাবেগে আসে স্রোত হেন
কাফেরের সেনাগণ, আসিতেছে তারা
চৌদিকে ঘিরিয়া আজি শক্তি পাঠানের।
পশ্চিমে গর্জ্জে মোগল, পূর্ব্বে ও দক্ষিণে
মালোয়ার মেওয়াতের সেনাপতিগণ
পাতিয়াছে সৈন্যজাল, আসিছে সরোষে
বীরশ্রেষ্ঠ যুবরাজ বীরপতি রণে।
ছিন্ন ভিন্ন পাঠানের রক্ষীসেনাচয়
সুদূর নগর দুর্গে। রাজপুত নদী
হেলায় ভাসায়ে দিল তৃণগুচ্ছ হেন
দুর্দ্দান্ত পাঠানগণে আপনার স্রোতে।
এবে ফতেপুরে তারা, করি জয়নাদ
আসিছে দিল্লীর পথে দ্রুততর বেগে।
মত্ত তুমি হেনকালে মোহোন্মাদে হেথা
মত্ত পিতা যথা তোর আদর্শের মোহে !
নির্ব্বোধ জনক তোর, চাহে হিন্দুস্থানে
হিন্দুসনে বাড়াইতে মৈত্রীর শকতি।
কে চাহে রে মৈত্রী তার ? হিন্দু মহাস্রোত

গরজে ভীষণ রবে হিন্দুস্থানময়
ডুবাইতে মুস্‌লিমের ক্ষুদ্র তরী খানা
দুর্দ্ধর্ষ প্রতাপে নিজ ; হিন্দু রোষ শিখা
দহিছে মুস্‌লিম তরু, গর্ব্ব মুস্‌লিমের ।
কে না সাজে হেন রণে ? যে না সাজে আজি
সে যে অতি কাপুরুষ ; ভাবিছ কি মনে
সুন্দর এ কুঞ্জবনে বিলাসের মোহে
কাটাইবে চিরকাল ? অসম্ভব আশা !
নিষ্ঠুর কাফের সেনা পূরিবে কারায়
যদি নাহি যাহ রণে, কিম্বা হার যদি
রাখিবে শৃঙ্খলে বান্ধি নির্জ্জন কারায়
অন্নহীন বস্ত্রহীন ; কুক্কুরের প্রায়
প্রহারিবে পদাঘাতে জেনো সুনিশ্চয় ।
কিম্বা বধিবে রে সবে ক্রোধে অস্ত্রানলে ।
উড়িবে স্বপন সম সুখের বাসনা
তখন হৃদয় হতে । চাহ যদি সুখ
হয়ে এস রণজয়ী, জয় সুখমূল ।
জয় বৃক্ষ, জেনো সুখ ফলমাত্র তার ।
চল, চল, রণে কালি, কর জয় সেথা
শত্রুসেনাপতিগণে, রাখহ গৌরব
রণক্ষেত্রে মুস্‌লিমের ; আমি যাব হোথা
পশ্চিমে মোগল জয়ে দুর্জ্জয় সংগ্রামে ।

বৃদ্ধ আমি, পক্ক কেশ, পক্ক ভ্রূযুগল
ঢুলিছে নয়ন পরে, তবু নাহি ডরি
সমরে শত্রুর সনে ; সাজ রণসাজে
সঙ্গে নিয়ে মহবৎ বিনায়েৎ আদি
মুখ্য সেনাপতিগণ, যাব আমি একা
দুর্জ্জয় মোগল জয়ে পঞ্জাব সীমায়।”
শিহরে কায়কুবাদ বুগরা-তনয়
শুনি পিতামহ বাণী, শিহরে যেমতি
বনভূমি মাঝে পান্থ অকস্মাৎ হেরি
দুর্দ্দম শার্দ্দূলরাজে আগুলিতে পথ
বিকট বদন খুলি ; করিল স্বীকার
আক্রমিতে ফতেপুরে হিন্দুসেনাগণে।
চলিলা প্রাসাদে সবে ; আনন্দের ধ্বনি
ভরিল প্রাসাদ কক্ষ, বাজিল বাজনা
ঘোষি রণযাত্রা ; হোথা আপন প্রাসাদে
শুনিলা ফতেমা রাণী রণভেরী ধ্বনি,
গৌরবে ভরিল বক্ষ দিল্লী-প্রতিমার॥

চতুর্থ সর্গ

কল্পনে !   কোথা গো তুমি মানব সাধনা
অতল হৃদয়সিন্ধু করিয়া মন্থন
আহরিল তব সুধা ; দেহ আজি মোরে
বিন্দু তার, কর কৃপা অধম এ দাসে ।
পবিত্র অমৃত কণা লভিয়া তোমার
যুগে যুগে কত নর গিয়াছে চলিয়া
ধরায় দেবত্ব রাখি, দিব্য জ্যোতিঃ রাখি
অজ্ঞানের অন্ধকারে, কীর্ত্তিস্তম্ভ পুতি'
অনন্ত সময় বুকে অব্যয় অক্ষয় ।
মহান্ পবিত্র বুদ্ধ তব কৃপা বলে
দানিল নীতি মানবে ; অন্ধ উরুপার
চিরবদ্ধ আঁখি দুটি খুলিলে গো তুমি
অবতরি খৃষ্টরূপে ; আরবের মরু
শীতল করিলে পুনঃ দানি মহম্মদে
স্বর্গীয় সত্যের সুধা মানবের তরে ।
জন্মিলে গো গৌররূপে পুনঃ বঙ্গভূমে
চিরশস্যশ্যামলিত, সিঞ্চিলে ভারতে
কুহক দর্শন-দগ্ধ নরহৃদিমাঝে

ভক্তির অমৃত বারি। কে বলে গো তুমি
শুধু ক্ষণিকের আলো, ক্ষণিকের তরে
উজলি হৃদয় ক্ষণে যাও গো উড়িয়া ?
সত্যের জননী তুমি শক্তি সঞ্চারিণী,
জন্মদাত্রী আদর্শের মানব সমাজে ;
যুগে যুগে কে দেখাল অজ্ঞান মানবে
পবিত্র সত্যের পথ ? কে রাখিল নীতি
কিম্বা আদর্শ-গৌরব ? কে বহাল স্রোত
বিজ্ঞান-শক্তি সুধার ? কে তুলিল নরে
দ্রুত দিব্য স্বর্গপানে চির আলোকের ?
সে যে তুমি মহাশক্তি দিব্য শান্তিময়ী।
এস গো, এস গো, আজি হৃদয়ে আমার
উজল আলোকে নব, পাত গো আসন
দিব্য তেজে আঁধার সে গহন মাঝারে।
জ্বলিল সন্ধ্যার আলো ; শত মস্‌জিদে
গাহিল সহস্র কণ্ঠ আকাশের পানে
দিল্লী নগরীর শত প্রাঙ্গণ মাঝারে।
কুটিরে নীরবে শ্বেত আসন উপরে
বসিয়া রহিমখান, পাতি জানুদ্বয়
করযোড়ে উর্দ্ধ আঁখি ; আঁখিদ্বয় হতে
ঝরিছে আলোক রাজি, গগনে যেমতি
ঝরে তারকার আলো গভীর নিশীথে।

তুলিয়া মধুর ধ্বনি একদৃষ্টে চাহি
ক্ষুদ্র বাতায়ন পথে আকাশের পানে,
গাহিলা রহিমখান্ স্বরগের দূত
চাহি স্বর্গরাজপানে সুদূর স্বরগে।
"খোল আঁখি, খোল আঁখি ওগো দয়াময়!
ওগো বিশ্বরাজ, ওগো বিশ্বের পালক!
চাহ গো ভারত পানে; হের ভস্মময়
সত্যের পবিত্র কায়া; গভীর আঁধারে
দেহ সত্য আলো পুনঃ দূর অতীতের।
যুগ যুগ ধরি তুমি এ ভারতভূমে
হ'লে অবতীর্ণ পিতঃ! কৃপায় তোমার
হইল গৌরবান্বিত এই পুণ্যভূমি;
উদি জ্ঞানসূর্য্যরূপে ভারত গগনে
উজলিলে ধরাতল; চীন ব্রহ্মদেশ
সুদূর আরব আর সুদূর উরূপা
উজলিল সে আলোকে; কোথা আজি তুমি
জ্ঞানময় দয়াময় প্রেমময় নাথ?
খোল গো, খোল গো আঁখি ওগো দয়াময়!
হের গো ভারত পানে, পুনঃ জ্বাল হেথা
সত্যের স্বরগ আলো; যাক্ পুনঃ ডুবে
অবিশ্বাস অন্ধকার, নাস্তিক আলোক
সন্দেহ-কালিমা রাশি—দগ্ধ হোক তায়

জ্ঞানহীন প্রাণহীন বিশ্বাস কঠোর
যুগে যুগে ধরাতলে বহাইল যারা
গভীর শোণিত স্রোত, কান্দাইল কত
মানবে, নাশিল কত স্মৃতি অতীতের।
সঞ্চারুক নবশক্তি ভারত হৃদয়ে,
জ্বলুক নবীন জ্যোতিঃ; আলোকে তাহার
উড়ে যাক্ ভস্ম হেন ক্ষুদ্র স্বার্থলীলা
এই পুণ্যভূমি হতে; হোক্ প্রতিষ্ঠিত
বিশ্বধর্ম্ম বীজ হেথা; ভুলে যাক্ নর
ভেদ বার্ত্তা চিরতরে ধরণী উপরে।
এক ধর্ম্মস্রোত এক মানব সমাজে
প্রকাশুক ধরাময়; বিভিন্ন শাখায়
ছুটুক সে মহানদী শান্ত স্নিগ্ধ বেগে
অনন্ত শান্তির হ্রদে, ডুবে যাক হেলে
কুটিল কলহ-পঙ্ক, ক্ষুদ্র স্বার্থ নেশা;
দূরে যাক ক্ষুদ্রতার মোহ অগণন,
দূরে যাক সমরের ঝঞ্ঝাট ভীষণ।
খোল গো, খোল গো আঁখি ওগো দয়াময়!
হের গো ভারত পানে, ভারত জীবন
দীপ্ত হোক নব তেজে, নবামৃত আজি
বিনাশুক নব বলে বিষকণাচয়ে।
ভারত অন্তর মাঝে আসুক আবার

পবিত্র সত্যের আলো, জড় অন্ধকার
সে আলোকে অবহেলে যাক্ রে উড়িয়া।
আবার খুলুক পথ ভারত দর্শন
ধরার মানবতরে, সাহিত্য মধুর
ছিঁড়ি মোহময় জাল ইন্দ্রিয় লীলার
উঠুক গর্জ্জিয়া পুনঃ সঞ্চারিতে সুধা
ক্লিষ্ট ভারতের হৃদে ; নবীন গৌরবে
ফুটুক সত্যের ফুল ভারত উদ্যানে।
আরবের সত্য স্রোত মিশি সেই স্রোতে
সনাতন শান্তিময়, বহুক উজলি
ক্লিষ্ট এ ভারত বুকে, জড়শক্তি বলে
জীর্ণ দীনহীন আজি ; উঠুক ভাতিয়া
ঘন অন্ধকার মাঝে আলো অতীতের।
হিন্দু মুসলমান হেরি সে দিব্য আলোক
ভুলে যাক্ স্বতন্ত্রতা, ভুলে যাক ছায়া
অনাবিল ধরমের ; কায়াপূজা শুধু
হোক প্রতিষ্ঠিত হেথা ; আসুক নামিয়া
ভারতে পবিত্র শান্তি জগতের তরে॥”
গাহিতে গাহিতে আঁখি খুলিলা রহিম,
ক্ষুদ্র সে কুটীর মাঝে ; কার পদধ্বনি
নম্র সুকোমল আসি পশিল শ্রবণে।
ফিরাইয়া আঁখিদ্বয় হেরিলা রহিম

মুসলিম কুলতিলক দিল্লীর সম্রাটে
সাম্রাজ্ঞী ফতেমা সহ প্রবেশিতে সেথা
আপনার ক্ষুদ্র গৃহে ; দিল্লীর ঈশ্বর
দীন ফকিরের বেশে ধবল বসনে ;
শোভিছে ধবল দেহ আপন আলোকে
পূর্ণিমার চন্দ্র যথা। সে স্নিগ্ধ আলোকে
আলোকিত রহিমের কক্ষ সুবিমল
সন্ধ্যার সে অন্ধকারে। কহিলা সম্রাট্
চাহি রহিমের পানে গদগদ স্বরে—
"ধন্য হে ফকিরবর! ধন্য জন্ম তব
ধরাতলে ; ধন্য তব হেথা আগমন।
পবিত্র ভারত আজি পদরজে তব ;
প্রচারিতে ধরাতলে আদর্শ মহান
অনাবিল ধরমের, আসিলে হেথায়
দিল্লীব এ রাজপুরে নগরে আমার।
প্রতিহিংসা অন্ধকার আবরিছে আজি
হিন্দু মুসলমান আঁখি, আবরে যেমতি
কুজ্ঝটিকা রবিকর ; প্রতিহিংসানল
স্বতেজে করিছে ভস্ম ধরম অঙ্কুর
হিন্দু মুসলমান হৃদে ; ক্ষুদ্র ছায়া তরে
উন্মাদ মুসলিমগণ মদোন্মত্ত প্রায়
ছুটিছে যুঝিতে রণে ; ক্ষুদ্র ছায়া তরে

সহস্র সহস্র হিন্দু আহ্বানে সমরে
দম্ভী মুসলমানগণে ; শক্তি উভয়ের
আক্রমিতে আসে বেগে মোগলের সেনা
পশি খাইবার পথে ; জলবিম্ব প্রায়
ডুবিছে মৃত্যুসাগরে হিন্দু মুসলমান।
হেন অন্ধকারে, হেন সমর অনলে
এসেছ স্বরগ দূত ! স্বরগ আলোক
বিতরিতে ধরা'পরে, এসেছ নামিয়া
পরম করুণাবশে ভারতের বুকে।
কিন্তু কোথা আশা দেব, সেই মিলনের ?
কোথা সে বিশ্ব ধরম, দিবাকর হেন
দানিতে সকল নরে এই ধরা 'পরে
দিব্য আলো, দিব্য শান্তি ? কোথা নরপ্রাণে
পবিত্র সত্যের ধারা, কোথা ধরাতলে
ভ্রাতৃভাব সর্ব্ব নরে ? নাহি চিহ্ন তার ;
এখন সকল জাতি সকল ধরম
ক্ষুদ্র স্বার্থমদে মত্ত ; এখনো সমর
নরক হইতে আসি মত্ত করী হেন
দলিছে নর-সমাজ ; এখনো বিজ্ঞান
ধরিয়া বিকট রূপ চাহিছে নাশিতে
ধরাতলে নরগণে আপনার বলে ;
দাম্ভিক মানব-সৃষ্টি চাহে দহিবারে

মানুষে অবনীপরে, দাবানল যথা
জনমি গহন মাঝে দহে তরুগণে
স্বর্ণ-লতিকায় ঢাকা ; এখনো মানব
জাতিভেদ দেশভেদ শৃঙ্খল বন্ধনে
চাহে নাশিবারে হেথা নিজ ভ্রাতৃগণে।
এখনো অসত্য ছবি সত্য রূপ ধরি
মরীচিকা হেন লোভে নয়ন সবার ;
ছুটে নর তারি পানে হ'তে দগ্ধতায়—
ক্ষুদ্র পিপীলিকা যথা দগ্ধ হয় হেলে
দীপ্ত দাবানল তেজে বনভূমি মাঝে।
কোথা আজি সত্য ছবি ফকির প্রবর ?
কোথা বারিরাশি হেন দীপ্ত মরুভূমে ?
কোথা তপনের আলো এ হেন নিশীথে
হেন অন্ধকার মাঝে ঘন গহনের ?
কহ আজি কহ মোরে মুসলিম প্রবর,
দেহ শান্তি ক্লিষ্ট হৃদে, এ তপ্ত পরাণে।
সহস্র মুসলিম সেনা গিয়াছে ছুটিয়া
যুঝিবারে মহারণে মোগলের সনে ;
সহস্র গিয়াছে পুনঃ হিন্দু-রাজ-রণে।
পশ্চিমে বলবন্ বলী মত্ত জয়োন্মাদে
যুঝিছে মোগলসনে, দক্ষিণ সীমায়
যুঝিছে কায়কুবাদ যুবক দুর্ব্বল

মালোয়ার বীরমণি বীরপতি সনে।
কোথা একতার আশা এ হেন ঝঞ্ঝায়
বিশাল ভারত'পরে, কোথা শান্তি আশা ?
কহ হে ফকিরবর, কহ আজি মোরে।"

কহিলা ফকিরবর কক্ষে আপনার
চাহি ধীরে পাঠানের অধীশ্বর পানে—

"সত্য যা' কহিলে তুমি ওহে দিল্লীশ্বর!
সত্য সেই ছবি তুমি আঁকিলে যা' আজি
নিজ চিন্তা-তূলিকায়; হেরিতেছি আমি
ভীষণ হতাশা ঘোর মানব সমাজে।
আলেয়ার আলো তরে ধরার মানব
ছুটিছে ঘন আঁধারে, কায়া ভ্রমে তারা
করিছে ছায়ার পূজা, ভুলি একেশ্বরে
সহস্র ঈশ্বর পূজা করিছে সতত
অজ্ঞানের মোহ বশে, ক্ষুদ্র দেব পদে
দানিছে বৃহৎ পূজা সে মহা আঁধারে।
কিন্তু বর্ত্তমানে হেরি ভবিষ্যৎ আশা
নাহি ত্যজে জ্ঞানী নর, বর্ত্তমান সদা,
ভবিষ্য-পর্ব্বত-শিরে উত্থান সোপান।
মহা-তুফানের শেষে সুশান্ত জলধি;

মহা-শীত শেষে আসে বসন্ত মাধুরী ;
জ্বলন্ত রবির আলো ডুবে যায় হেলে
স্নিগ্ধ শান্ত সুধাকরে। ক্রুদ্ধ দাবানল
নির্ব্বাপি রাখিয়া যায় বনানী মৃত্তিকা
সারপূর্ণ শক্তিপূর্ণ ; ভীষণ প্লাবন
সর্ব্বগ্রাসী সর্ব্বনাশী, ভরায় পলিতে
ধরাতল, নবশক্তি নবকান্তি দিয়া।
মহা অন্ধকার, মহা অজ্ঞানের শেষে
আলোক আসিবে নামি, মহা সমরের
সর্ব্বগ্রাসী অগ্নিশেষে আসিবে ধরায়
স্নিগ্ধ শান্তি-সুধা আলো ; হয়ো না নিরাশ।
সহস্র কায়কুবাদ যাইবে পুড়িয়া
সেই মহাশান্তিপথে, সহস্র বলবন্
তুলিয়া আপন শির মহাশৈল প্রায়
হেলায় ডুবিবে সেথা, সহস্র নাছির
যুগে যুগে আলিঙ্গিবে দূর-শান্তি রেখা
জিনিয়া প্রতিবন্ধকে। আসিবে তখন
সত্য এ ভারতভূমে, মহাস্রোত যার
আবরিবে মহাসিন্ধু হেন ধরণীরে
পবিত্র শান্তির নীরে ; মানব সমাজে
নাহি রবে অজ্ঞানের ঘন অন্ধকার,
নাহি রবে সমরের অনল ভীষণ

দহিতে মানবে হেথা ; অসত্য আঁধার
না পারিবে আবরিতে সত্যের গরিমা।
আছে হেন আশা মম ; আছে অন্ধকারে
সুস্থির আলোক রেখা অচল অটল।
তাই স্থির আজি আমি এ মহাপ্রলয়ে ;
তাই মহাসমরের ঘোর বিভীষিকা
বিচলিতে নারে মোরে ; তাই হেরি চোখে
সহস্র মুসলিম হত মোগলের করে,
সহস্র সেনানী মৃত বীরপতি-রণে
না টলে হৃদয় মম ; আছি দাঁড়াইয়া
অসীম সময় বুকে স্থির অচঞ্চল।
দেখি যদি অন্ধকার আসিছে ঘনায়ে
অসীম অপরাজেয়, মহাকাল হেন
ডুবাইতে নররক্তে নরের মেদিনী,
আমিও ফিরিয়া যাব কুটিরে আপন
দূর "খাইবার" পথে ; পর্ব্বত গুহায়
পুনঃ চরাইব সেথা শ্বেত মেষদল
সর্ব্ব মেষপাল সনে ; গাহিব পর্ব্বতে,
শান্তির আহ্বান গান, আনন্দে নাচিবে
শুনি পাখী সে সঙ্গীত, নবীন পল্লব
মর্ম্মরিয়া মিশাইবে তান আপনার
সে দিব্য সঙ্গীত সনে, তরঙ্গিনিগণ

নিবে সেই স্থর বহি অনন্ত সাগরে।
রহিমের গুপ্ত আশা রহিবে লুকায়ে
দূরে পর্ব্বতের বুকে, ফিরিবে সে শুধু
হেরি স্নিগ্ধ মনোহর ইঙ্গিত ধাতার
পুনঃ এই হিন্দুস্থানে, এ দগ্ধ ভারতে।”
নিস্তব্ধ নাছিরুদ্দিন, শুনি হেন বাণী
সন্ধ্যায় রহিম মুখে ; কহিলা ফতেমা
চাহি ফকিরের পানে ধীরে মৃত্বস্বরে—
কণ্ঠে যেন কোকিলের বাহিরিল ধ্বনি
মধুর বসন্ত-রাতে, কিম্বা বোধনের
দেবী যেন কহে কথা অমৃত বর্ষণে—
“কহিলে যা’ স্বর্গদূত, সত্য মানি তাহা ;
বিশেষ—বাণী তোমার বর্ষিল শ্রবণে
স্থধাধারা, শ্রাবণের বারিধারা হেন।
কিন্তু সে যে গুপ্ত কথা দূর ভবিষ্যের।
কাঁদিছে পরাণ মম আজি অবিরত
নিঠুর যুদ্ধ-চিন্তায়, কাঁদে যথা তরু
নিঠুর হিম-বর্ষণে ; দুর্দ্দান্ত মোগলে
আক্রমিতে গেছে পিতা ; ভ্রাতুষ্পুত্রবর
নির্ব্বোধ কায়কুবাদ গিয়াছে দক্ষিণে
যুঝিতে মালোয়াস্থত বীরপতি সনে।
কি জানি কি হ’ল কোথা মহারণ মাঝে ?

জানি না সৈনিকগণ জিনিছে কি রণে
দুর্দ্দম শত্রুর সেনা দক্ষিণ সীমায় ;
জানি পিতা হবে জয়ী, কে কবে কোথায়
পরাজিয়া গেছে সিংহে বনানী মাঝারে ?
কিন্তু ভ্রাতুষ্পুত্র নহে রণে সুকৌশলী ;
প্রমোদ উদ্যান হতে আহ্বানি বালকে
পাঠাইনু মহারণে, কোমল পল্লব
নিদাঘে মরুমাঝারে দিয়াছি ফেলিয়া।
তাই কাঁদে প্রাণ মম ; কহ, কহ দেব,
ফিরিবে কি রণজয়ী ভ্রাতুষ্পুত্র মম ?
জিনিবে কি সমরে সে বীরপতি বীরে ?
হবে কি সমরে জয়ী মুস্‌লিম সন্তান ?
নাহি জানি অন্য ধর্ম্ম, জানি শুধু, দেব,
আমি মুসলমান-সুতা, মুস্‌লিম-তনয়া।
চাহি জয় মুসলিমের, চাহি মুস্‌লিমের
সিংহাসন এ ভারতে, চাহি কীর্ত্তি তার
সকল ভারতময় ; জানি শুধু সদা
ধরায় ধরমশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম মুস্‌লিমের।
জিনিবে কি মুসলমান শত্রুর সমরে,
কুশলে আসিবে ফিরি জনক আমার,
ফিরিবে কায়কুবাদ বিজয়ী সমরে ?
ভাসিবে মহা আনন্দে এ দিল্লী নগরী

পুনঃ মহা কোলাহলে মুসলিমের জয়ে ?
কহ, কহ, দেব মোরে, স্বর্গদূত তুমি
কত ভবিষ্যৎ কথা কহিলে হে আজি
সন্ধ্যায় সম্রাট সনে ; কহ শুধু মোরে
ভীষণ সমর বার্ত্তা উভয় সীমায়।
না চাহে ফতেমা তত্ত্ব দূর ভবিষ্যের,
না চাহে সে বিশ্ববার্ত্তা, না চাহে সে আজি
কবে কোথা সর্ব্ব জাতি একতা বন্ধনে
চলিবে ধরম-পথে ধরাতল 'পরে !
চাহি শুধু জয়বার্ত্তা, চাহি রণজয়
মুসলিমের ধরাতলে, চাহি এ ভারতে
শুধু মুসলিমের জয় সর্ব্বদা সমরে।
না চাহি পিতার ন্যায় বিস্তারিতে হেথা
অসি হস্তে মুসলিমের ধর্ম্ম শান্তিময়
এ বিশাল হিন্দুস্থানে, নাহি হেরে মন
হেথায় হেন স্বপন ; চাহি শুধু জয়
রণে, যবে আসে রণ ; পাঠান-গৌরব
চাহি সদা এ বিশাল হিন্দুস্থান পরে।
কহ দেব ! কহ মোরে জিনিবে কি রণে
বালক কায়কুবাদ, হবে রণজয়ী ?"
অধীর দিল্লীর রাণী ; বলিতে বলিতে
ঝরিল নয়নে অশ্রু, তৃণ-শির 'পরে

কনক শিশির যথা। কাঁদিলা ফতেমা
অন্তরে ভাবিয়া শত অমঙ্গল কথা।
কহিলা রহিম চাহি ফতেমার পানে—
"না জানি ভবিষ্য-কথা, দিল্লী অধীশ্বরি!
নাহি মোরা বেশধারী ফকির পথের
নিত্য নব মায়াছলে ভুলায় যাহারা
দুর্ব্বল মানব-মন ; শত মিথ্যা কহি
অর্জ্জে অর্থ রাজপথে কিম্বা পল্লী মাঝে।
ধিক্ সে জঘন্য নেশা! ধর্ম্মের নামেতে
বিস্তারিছে মহাপাপ মানব-সমাজে।
জানি শুধু শক্তি-কথা, জানি মুসলমান
ভারতে বিজয়ী হবে খোদার কৃপায়।
দুর্জ্জয় মুসলিম-নদ জনমি আরবে
বহিছে ভারত পানে ; ক্রমে ভারতের
প্রতি দেশ, প্রতি গ্রাম, প্রত্যেক কান্তার
হবে মুসলমানময়, সন্ধ নাহি তায়।
মুসলিম শকতি ক্রমে জিনিবে ভারতে
দুর্জ্জয় হিন্দু-শকতি, দিল্লীর ঈশ্বর
অচিরে ভারতেশ্বর হইবে ভারতে।
আর জানি পিতা তব দুর্জ্জয় প্রতাপে
শক্তিবলে পরাজিবে মোগল সেনায়
পশ্চিমের মহারণে ; কিন্তু দক্ষিণের

সেনাদল জিনিবে কি, সন্ধ হয় মনে।
বালক কায়কুবাদ অকুশলী রণে ;
বিনায়েৎ মহবৎ নামে সেনাপতি।
বীর সেথা বীরপতি মালোয়া তনয়,
উদ্দীপিত রণদর্পে, উচ্চ আদর্শের
মহাবলে বলীয়ান, সুকৌশলী রণে।
সেই হবে রণজয়ী বিশ্বাস আমার ;
আসিবে হিন্দুর সেনা অগ্রসরি হেথা
এই রাজধানী পানে ; যদি পিতা তব
আসে হেথা হয়ে জয়ী রক্ষিতে নগরী,
পুনঃ পরাজিত হবে হিন্দুর শকতি।
কিম্বা যদি আসে হেথা বুগরা সুমতি
রক্ষিতে পাঠান দেশ, হবে রক্ষা তার।
এই শুধু জানি দেবি! না জানি অধিক।"
  শুনি পিতৃজয়-কথা হল হরষিত
ফতেমা পিতৃবৎসলা ; কিন্তু শেষবাণী
শেল হেন বিদ্ধ হল সম্রাজ্ঞীর প্রাণে।
কাঁদিল কোমল প্রাণ, কহিলা চাহিয়া
বলবন্-তনয়া সেথা দিল্লীশ্বর পানে—
"কেন দিল্লীশ্বর এবে অলস হেথায়?
রাজ্যের বিপদ জানি কোন্ রাজা কোথা
নিশ্চল সন্ন্যাসী প্রায় বসে গো কুটিরে?

কভু মিথ্যা নাহি হবে রহিমের বাণী,
কভু তপ্ত নাহি হবে উষার শিশির ;
অমৃত তরঙ্গ হেন সত্য ভবিষ্যের
বিহরে রহিম হৃদে, প্রতি কণা তার
অমৃতের কণা হেন সঞ্চরে হৃদয়ে।
দ্রুত যাক দূত সেথা দূর বঙ্গদেশে
আনিবারে বুগরারে, সাজুক সকলে
দিল্লীবাসী রোধিবারে হিন্দু-আক্রমণ।"

নীরবিলা দিল্লীশ্বরী ; ত্যজিলা আসন
অধীর চঞ্চল মনে ফিরিতে প্রাসাদে,
ফিরে যথা বনমাঝে শঙ্কিতা হরিণী
গুহায় আশ্রয় আশে ; কহে দিল্লীশ্বর
চাহি দিল্লীশ্বরী পানে কোমল বচনে—
"তিষ্ঠ ক্ষণকাল রাণি ! কাহার আদেশে
আসিবে যুঝিতে হেথা সোদর তোমার ?
পিতৃ-অপমান-দগ্ধ সুমতি বুগরা
গেছে বঙ্গদেশে নিয়ে অনুমতি মম।
বিনা রহিমের বাণী ফিরিবে না হেথা ;
বৃথা অধীরতা তব এ মহাশঙ্কটে ;
এস, সঙ্গে যাব দোঁহে আপন প্রাসাদে।"
শুনি সম্রাটের বাণী নিবর্ত্তিলা ধীরে

ফতেমা পাঠানবধূ বলবন্-তনয়া ;
আনন বিষাদভরা, পূর্ণচন্দ্র যথা
শ্রাবণে জলদে ঢাকা ; কহে সুকরুণ
চাহি রহিমের পানে, চাতক যেমতি
চাহে নীলাকাশ পানে নিদাঘ সন্ধ্যায়
মধু বরষণ আশে, কিম্বা গোধূলির
ক্লান্ত তারা চাহে যথা সুধাকর পানে।

"দেহ অনুমতি দেব! পাঠাইতে দূত
বঙ্গে বুগরা-সমীপে ; কাঁপিছে হৃদয়
থরথরি আজি মম অকুশল ভয়ে।
রক্ষ পাঠান-গৌরব, ওহে স্বর্গ দূত,
পুণ্যময় স্বরগের ; জানিনা কখন
হিন্দু সেনা আক্রমিবে পুরী পাঠানের।
আসুক বুগরা হেথা সৈন্যগণ সহ
রক্ষিতে পাঠান পুরী, রক্ষিতে সবারে
এ ভীষণ দুরদিনে ; জানি বীর ভ্রাতা
না হবে কাতর কভু সমরের ভয়ে।"
নীরবিলা মহারাণী, হেরিলা রহিম
দূরে বাতায়ন পথে, রাজদূতদ্বয়
দ্রুত আসিতেছে হেথা কুটিরের পানে।
মুহূর্ত্তে পশিল আসি কুটির দুয়ারে

সমরের দূতদ্বয়, কাঁপিতে কাঁপিতে
কহে কথা যুক্তকরে, কাঁপয়ে যেমতি
কদলী প্রবল বায়ে বৈশাখ-সন্ধ্যায়—
"জাঁহাপনা! পলাইছে দক্ষিণের রণে
পাঠানের সেনাগণ; আসিছে ছুটিয়া
সবে দিল্লীপানে আজি, অজাগণ যথা
সিংহমুখে ছত্রভঙ্গ ফিরে গৃহপানে।
বন্দী বিনায়েৎ খান্ সৈন্যগণ সহ;
না জানি কোথায় আজি সেনার নায়ক
যুবক কায়কুবাদ; শুনি রণ ত্যজি
অশ্বপৃষ্ঠে ছুটিয়াছে রাজধানী পানে
মন্ত্রী-পৌত্র, হেরি রণে ছত্রভঙ্গ সেনা।
অনুমতি হোক্ দাসে, আসিয়াছে দাস
অন্য সেনাপতি হ'তে অনুজ্ঞা লইয়া।"

কম্পিল সম্রাট হৃদি, কম্পিল সেথায়
হৃদি রাণী ফতেমার, নাহি আসে আর
নম্র মধুমাখা বাণী সে নম্র অধরে।
আননে কালিমারেখা হইল অঙ্কিত
স্বর্গদূত রহিমের, কহিলা রহিম
চাহিয়া সম্রাট পানে সে কাল সন্ধ্যায়—
"যাক্ দূত বঙ্গদেশে, আসুক বুগরা;

মম আজ্ঞা আসিবারে রক্ষিতে নগরী।
বিষম বিপদে দেশ, বুঝি কিছুকাল
বিলুপ্ত-গৌরব হবে ভারতে পাঠান
মত্ত বলবন্ তরে! কি জানি কি হয়?
দুর্দ্দম প্লাবনস্রোতে আসিছে হেথায়
জয়ী রাজপুতসেনা; যাহ, দাসরাজ!
আপনি সমরে সাজি, কহ দূতগণে
সেনাপতি হয়ে তুমি যুঝিবে সমরে!
সাহসে পূরিবে হৃদি শুনি এ বারতা
সৈন্য সেনানায়কের, যুঝিবে সকলে
পুনঃ রণে বীরতেজে; যাহ তুমি রণে,
যাবৎ বুগরা হেথা না আসে ফিরিয়া।"
শুনি রহিমের বাণী দাসকুলমণি
উঠিলা ফতেমা সহ; সন্ধ্যার নমাজ
তখনি হইল শেষ, সর্ব্ব মস্জিদে
দিল্লীর পাঠানগণ আতঙ্কে শুনিল
পাঠানের পরাজয় ফতেপুর রণে।
চলিল সকল প্রজা প্রাসাদের পানে
জানিতে রাজ-ঘোষণা, অবিলম্বে চর
ঘোষিল নগরময় ঢক্কার নির্ঘোষে—
'সংগ্রামে যুঝিবে নিজে দিল্লীর ঈশ্বর
দাসরাজ-কুলমণি নাছির উদ্দিন

শ্রেষ্ঠ সেনাপতি-পদে।' শুনি সে ঘোষণা
সাজিল পাঠান সবে। বাজিল দুন্দুভি
নিশীথে নগরময় সর্ব্ব রাজপথে।
হোথা ক্ষুদ্র কুটিরের কক্ষ অভ্যন্তরে
হেরি আকাশের পানে, হয়ে নতজানু
কহিলা রহিম খান্ সুকরুণ স্বরে;
"রক্ষ, রক্ষ খোদা! আজি মুসলিম ধরম
এ দিব্য ভারতভূমে এ মহা বিপদে।
আসিছে বিকট ধ্বনি মহাপ্রলয়ের,
দুর্ব্বল মুসলিম-তরু রাখ হিন্দুস্থানে।"
মন্দ সমীরণ বহি সে কণ্ঠ করুণ
দূরে বাতায়ন পথে নিশার আলোকে
উড়াইল স্বর্গপানে; গাহে প্রতিধ্বনি
মিশায়ে রহিম কণ্ঠে কণ্ঠ আপনার
পূরি সে করুণ সুরে দিগদিগন্তর—
"রক্ষ রক্ষ খোদা, আজি মুসলিম ধরম
এ দিব্য ভারত ভূমে এ মহাবিপদে।"

পঞ্চম সর্গ

মালোয়ার রাজপুরে রাজ-অন্তঃপুরে
সন্ধ্যার আঁধারে বসি একা বাতায়নে
চাহি আকাশের পানে, কে গো এ মূরতি
দিব্য স্বরগের শোভা, নবীনা ষোড়শী
তপ্তকাঞ্চনবরণা হয়ে আত্মহারা
কি হেরিছে মনোমাঝে ! কার প্রতিকৃতি
ভাসিয়া সুন্দর হৃদে ডুবি পুনঃ তায়
আলোড়িছে বক্ষ তার ? কেন স্বর্ণময়ী
মালোয়ার কুলবধূ অপূর্ব্ব রূপসী
একেলা চাঁদের শোভা শরতের রাতে
বিষাদে হেরিছে আজি মেলিয়া নয়ন ?
চল গো কল্পনে ! আজি সেই বাতায়নে
সে নব নয়ন পথে, হের কিবা প্রেম
উথলি উথলি হৃদে খেলিছে সেথায় !
কোন তীব্র উচ্ছ্বাসের আবেগ মধুর
আলোড়িছে হৃদি তার ? কেন বা একাকী
শূন্য আকাশের পানে, শূন্য হৃদি নিয়ে
অনিমেষ দৃষ্টে হেরে মালোয়ার বধূ
বীর বীরপতি-বাঞ্ছা বরাঙ্গী করুণা ।

জ্বলিল সন্ধ্যার আলো, প্রাসাদ অন্দর
উজলিল সে আলোকে ; উদ্যানে প্রাঙ্গণে
নীরব প্রহরীগণ সবে অস্ত্রকরে
স্থির দাঁড়াইয়া সেথা প্রাসাদ রক্ষণে।
সন্ধ্যা সমাগমে এবে নাহি কোথা আর
দিবসের মহারব, নাহি শব্দ ঘোর
নগরের শতপথে সহস্র শকটে।
শুধু দূরে মন্দিরের ঘণ্টা সুমধুর
সঘনে উঠিছে বাজি, শুধু আরতির
পূত সুমধুর ধ্বনি উঠিছে আকাশে
মধু ধূপ গন্ধ সহ মধুর স্পন্দনে।
কোথা বা ব্যাকুল পাখী সঙ্গিগণহারা
ডাকিছে কাতর রবে, কোথা পেচকের
কুটিল কর্কশ স্বর কাঁপিছে সঘনে
রাজ অন্তঃপুরমাঝে প্রাসাদের কোণে।
মালোয়ার অধিপতি শূরভদ্র বলী
সমাপিয়া রাজসভা ফিরিলা প্রাসাদে
ব্যাকুল চিন্তায় পুত্র বীরপতি তরে।
অধিরাণী ক্ষুব্ধচিত্তে চিন্তে অবিরত
রতন পালঙ্কোপরে পুত্রের মঙ্গল।
ছয় মাস ত্যজি দেশ গিয়াছে সমরে
রাজ্যের গৌরবমণি ; অন্ধকার সদা

রাজপুরী যুবরাজ বীরপতি বিনা—
অন্ধকারময় যথা গ্রহণের দিনে
সুনীলিম গগনের মাধুরী সুন্দর।
সন্ধ্যার আকাশে শোভে নির্ম্মল জ্যোছনা ;
বাতায়নপথে দূরে হেরিছে করুণা
নির্ম্মল চাঁদের পানে, স্নিগ্ধ সুধা যার
হৃদয়ে আনিল সুখ মধুপরশের
নিজ প্রিয়তমবুকে দূর অতীতের।
মধুর চন্দ্রিমা আলো, চন্দ্রিমা কিরণ
ঢালে সুধাধারা সদা ধরণী উপরে
তুষি সর্ব্বজীবহৃদি ; মধুর তেমতি
বীর বীরপতি বুকে প্রেম আলিঙ্গন
প্রণয়িণী করুণার ; তাই চাঁদ সুধা
অহরহঃ জাগাইছে প্রিয়তমা-হৃদে
প্রেমময় প্রিয়তমে, তাই হৃদি তার
স্নিগ্ধ শান্ত চাঁদকরে পূরিছে আবার
স্মৃতির মধুরিমায়, তাই প্রাণ তার
ক্ষণে ক্ষণে উঠে কাঁপি, চম্পক যেমতি
বসন্তের মধুবায়ে পল্লবের বুকে।
নিস্তব্ধ রাজ-নন্দিনী, রাজকুলবধূ
স্মৃতি-সুখে আত্মহারা। তৃষিত পাপিয়া
শারদ পূর্ণিমা কোলে শারদ গগনে

পিয়ে অবিরত মধু যথা চাঁদ হ'তে,
পিয়িছে নীরবে তথা স্মৃতিসুধাধারা
অচকিতা অচঞ্চলা করুণা রূপসী
মধুর শরত রাতে মধুর স্বপনে।
অকস্মাৎ প্রিয়সখী প্রমীলা রূপসী
ডাকিল পশ্চাৎ হ'তে ; উঠিল কাঁপিয়া
বাস্তবের পরশনে স্বপনের মোহ
রাজবধূ করুণার, কাঁপে যথা হেলে
কুলায় পাখীর হৃদি, অকস্মাৎ হেরি
কম্পিত বিটপীবরে মধুর সন্ধ্যায়
দ্রুত ভূকম্পন বেগে ; কহিলা প্রমীলা
চাহি প্রিয় সখী পানে—
"কি কর লো হেথা ?
হেরি নিশানাথে হোথা ভাবিছ কি বালা
নিজ প্রাণনাথ কথা ? কিম্বা প্রকৃতির
মধুর সৌন্দর্য্যে বুঝি হলে আত্মহারা
আজি শরতের রাতে ? কেন হেরি আজি
মুগ্ধ তোমা বাতায়নে শারদ সন্ধ্যায় ?
বিরহিণি ! কহ মোরে মরমের কথা
পিক-কণ্ঠে, কহ সখি ! প্রেম-মদিরার
আকুল কম্পিতকণ্ঠে স্বপন-বারতা
সন্ধ্যার, সন্ধ্যায় আজি ; কিবা তন্দ্রা ঘোর

মোহিল হেলায় তোরে ওলো সুনয়নি !
কাঁপিলে হঠাৎ কেন হেরিয়া আমায় ।
ভাবিছ কি পত্র-কথা গত দিবসের ?
নাহি আজি চিহ্ন তার, অশ্রুবিন্দু তোর
সিক্ত করিয়াছে তায়, নাহি লিপি 'পরে
মসীর মধুর রেখা, প্রেমময় লিপি
হল আত্মহারা পিয়ি অশ্রু আঁখি হ'তে
প্রেমিকার, স্বরগের প্রেম সুধামাখা ।
কহ দিদি ! কহ তোর স্বপন বারতা ।"
  মধুর নির্ঝর জিনি বাণী সুকোমল
ঝরিল প্রমীলা-কণ্ঠে ; কহিলা করুণা
মেওয়াত-রাজ-তনয়া বধূ মালোয়ার—
"নাহি ভাবি পত্র কথা, হে সখি প্রমীলে !
কি কাজ সে ভাবনায় ? অশ্রুসিক্ত তার
অমিয়-কোমল দেহ গিয়াছে মিলায়ে
হেলায়, পরাগ যথা স্ফুট চম্পকের
মিলায় শিশির-নীরে ; ভাবি স্মৃতি-কথা ।
কি মধুর স্মৃতি, সখি ! কিবা সুকোমল
মনোময় ছবি তার ! কিবা সুধাময়
দিব্য রামধনু-রঙে সৃজিল বিধাতা
সুকোমল তনু তার ! বুঝি পদ্মরাগে
স্বর্গের সুষমা ঢালি নির্ম্মাইল তায়

স্মৃতির মধুর কান্তি স্বরগ-সুন্দর।
নিশ্বাসে কস্তুরী-গন্ধ স্মৃতি-প্রতিমার,
কমলিনী হেন স্পর্শে, শিষ্ট সুকোমল।
চঞ্চল নয়নদ্বয় দিব্য ভ্রূযুগলে
জ্বলে তারকার প্রায়; নীল কেশরাজি
জিনি গগনের নীল, গগন-গরিমা
তুলে দু-কুন্তল ঢাকি আবেশ-পবনে।
হ'নু মুগ্ধ হেরি তায় মৃদুতন্দ্রা-বশে;
তাই কাঁপিল এ হিয়া পদশব্দে তব
কোমল গালিচা 'পরে, সত্য কহি সখি।"
নীরবিলা রাজবধূ, নীরবে যেমতি
গোলাপের বুকে স্নিগ্ধ কণা শিশিরের
গাহি চাঁদ-সুধা-গীতি স্নিগ্ধ শরতের।
কহিলা প্রমীলা চাহি করুণার পানে—
হেরিয়াছ প্রেমছবি, মেওয়াত তনয়া!
স্বর্ণ-তূলি দিয়ে আঁকা; শুনিয়াছি কত
অপূর্ব্ব প্রেম বারতা কাব্য ও পুরাণে
অপরূপ পুণ্যময়; কিন্তু নাহি হেরি
হেন মূর্ত্তিময়ী ছবি অপূর্ব্ব প্রেমের
কভু কোথা ধরাতলে; নাহি শুনি কভু
হেন মধুমাখা বাণী প্রেম-স্মিরিতির
কোন প্রণয়িনী-মুখে, হেন স্বপ্ন কথা।

ধন্য মালোয়ার পুরী পরশে তোমার ;
পবিত্র এ দেশ সখি ! ধরি নিজ বুকে
এ হেন প্রেমের আলো ; নাহি সন্ধ মোর,
মহারণে রণজয়ী হবে বীরপতি
প্রিয় প্রাণনাথ তব, ফিরিবে গৌরবে।
ফিরে পাবে তুমি, সতি ! নাথে আপনার
আপন কোমল বুকে ; স্মৃতিমূর্ত্তি তব
ধরি দিব্যমূর্ত্তি পুনঃ নয়ন-রঞ্জন
আসিবে নিকটে তব বাস্তবের রূপে
উজলিতে হৃদি তোর নবীন গৌরবে।
তবু ইচ্ছা হয় মনে জিজ্ঞাসি বারেক
সমর-কুশল বার্ত্তা, জান কি গো, সখি
বীরের বারতা কিছু ? পেয়েছ সংবাদ
আজি কোথা ? কহ দেবি ! কহ প্রিয় স্বরে
সখি প্রমীলারে তব প্রিয়তম কথা।"
কহিলা করুণা চাহি প্রমীলার পানে
আবেশে আদর ভরে ; উজল আনন
সহসা শারদ-মেঘে চন্দ্রিমার প্রায়
হইল মলিন বর্ণ ; বিষাদের ছায়া
ভাতিল আনন 'পরে, জ্যোতিঃ নয়নের
নিমেষে আবৃত হ'ল অশরুকণার
অপরূপ আবরণে ;

"কেন সখি, আজি
বিস্মৃতি সাগরে লুপ্ত বিষাদের ছবি
পুনঃ আহ্বানিছ হেথা, কেন অন্ধকারে
পূরিবি হৃদয় পুনঃ সান্ধ্য-চাঁদতলে ?
নাহি জানি কি সংবাদ সে মহারণের।
না জানি কোথায় নাথ, কোন সে সুদূরে !
খুঁজিয়া দেখিনু লিপি, নাহি সেথা কিছু
সমর কুশল-বার্ত্তা ; আছে শুধু তায়
প্রেম-বিজড়িত রূপে অপূর্ব্ব অঙ্কনে
কোমল হৃদয় তার, নাহি রণ-কথা ;
জানি শুধু এ সংবাদ রাজদূত মুখে—
দক্ষিণে আসেনি রণে বলবন্ বলী :
অগ্রসরি গেছে নাথ দিল্লী নগরীর
পূরবের সীমানায় সৈন্যগণ সহ।
সৈন্য সনে আছে বন্দী সে দূর তুরগে
সেনাপতি বিনায়েৎ, আসিয়াছে রণে
সেনাপতি হয়ে সেথা নাছির উদ্দিন
সসৈন্যে ; কাঁপিছে তাই হৃদয় আমার।
পক্ষাধিক আসিয়াছে এ সংবাদ, সখি !
নাহি জানি অন্য কোন বারতা রণের।
ধর্ম্মপ্রাণ দিল্লীশ্বর, শুনি নিজ শ্রমে
অর্জ্জে আপনার অন্ন, আপন বসন।

শুনি সতীশ্রেষ্ঠ রাণী ফতেমা রূপসী
সদা স্বামী-অনুগামী ; আপনার অন্ন
আপনি করে রন্ধন ; সম্রাটের সনে
নিত্য বুনে নিজবস্ত্র, নিজ পরিধান ;
ইচ্ছা হয় হেরি হেন আদর্শ মহান
নরলোকে ; ইচ্ছা হয় হেরি সে যবনে
বিপুল কীরিতি যার চন্দ্রিমার প্রায়
উজলে ভারতভূমি ; ইচ্ছা হয় হেরি
দিল্লীর সম্রাজ্ঞী দেবী সতী ফতেমারে
ঋষির আদর্শ যারা রাখিছে ভারতে।”
চমকে প্রমীলা শুনি অসম্ভব কথা
রমণী করুণামুখে, চমকে যেমতি
তৃণদলে হেরি সর্প প্রভাতে পথিক।
কহিলা প্রমীলা চাহি করুণার পানে
দৃঢ়কণ্ঠে সেথা সেই বাতায়ন পথে,
সে রম্য প্রাসাদ-কোণে শারদ-সন্ধ্যায়—
“কি কথা কহিছ বালা ? চাহ হেরিবারে
যবন-নগরীমাঝে যবনের রাজে
যবনের রাণীসহ, চাহ পূজিবারে
যবনে আদর্শরূপে হিন্দুস্থান ’পরে ?
মহাশত্রু সে যবন, পাপশিখা তার
জ্বলে হুতাশন হেন ভারতের বুকে,

করি ভস্মময় আজি ভারত-গৌরব
ভারতের দিব্য-নীতি ভারত-সমাজ ;
জান না যবনগণ দুষ্ট দুরাচারী ?
জান না যবন তরে নিত্য কত শত
গোমাতা হারায় প্রাণ ! জান না কি তু.ম
অনাচারী যবনের পাপ পিয়াসায়
নিত্য হারাইছে কত হিন্দুর রমণী
আপন হৃদয় ধন, সতীত্ব সম্পদ ?
জান না যবন চাহে প্রতিষ্ঠিতে হেথা
বলে ধর্ম্ম আপনার, আরব মরুর
বিদগ্ধ বালুকা দিয়া চাহে আবরিতে
সুফলা ভারতভূমি স্নিগ্ধ শান্তিময়ী ?
চাহ তুমি হেরিবারে যবন-নৃপতি
যবনের অধীশ্বরী, আশ্চর্য্য একথা !
যবনে পবিত্র ভাব সম্ভবে না কভু।
সম্ভব ফুটিবে পদ্ম দুর্গন্ধ গোময়ে,
সম্ভব গাহিবে পাখী দগ্ধমরুভূমে,
সম্ভব তুষার রাতে ফুটিবে চম্পক
নবরাগে বিটপীর বিশুষ্ক শাখায়,
তবু না সম্ভবে কভু পবিত্র ধরম
অনাচারী যবনের পাপিষ্ঠ হৃদয়ে।
না জানি কি হবে যদি শুনে এই কথা

মালোয়ার মহারাজ, বীর বীরপতি
কি ক্ষুব্ধ হইবে শুনি এ হেন বাসনা
নিরমল হৃদে তব, হেরি দুগ্ধমাঝে
হেন গোমূত্রের কণা, অতি সর্ব্বনাশী।”
নীরবিলা প্রিয় সখী, নীরবে যেমতি
বিপুল পবন-ধ্বনি প্রলয়ের শেষে;
কহিলা করুণা চাহি প্রমীলার পানে—
“একি কথা তোর মুখে শুনি রে প্রমীলে!
যবন ঘৃণিত এত মানব সমাজে?
না হয় বিশ্বাস মম; মানুষ সর্ব্বদা
মানুষ এ ধরাতলে, দোষ গুণ রহে
সকল সমাজে সদা অবনীর ’পরে।
এক রক্ত, এক মাংস সকল মানুষে,
এক হৃদি বক্ষে তার, এক সুখ দুঃখে
সদা অভিভূত সর্ব্ব মানবের মন;
একই ঔষধি, এক মহাশক্তি বলে
রক্ষে তারে ব্যাধি হ’তে, এক মাতৃ-স্নেহ
সর্ব্ব-জাতি-মাতৃ প্রাণে, এক ভয়ে সদা
কাঁপে প্রাণ সবাকার, একই পুলকে
পুলকিত হয় হেথা মন মানবের।
এক হাসি সর্ব্ব নরে, এক উৎস হ’তে
সকল বাসনা স্রোত বহে অবিরত।

যবন যবন বলি নাহি তার প্রাণ
নাহি অনুভবশক্তি, নাহি শোক তার
স্বামী-পুত্র বিরহের, নাহি দুঃখ সুখ ?
নাহি চক্ষু, নাহি কর্ণ, নাহি ভাবস্রোত
যবন হৃদয় মাঝে, নাহি নীতি-জ্ঞান
কিম্বা স্নেহসূত্রে বাঁধা সমাজ-বন্ধন
বিধর্ম্মী যবন প্রাণে এই ধরাতলে ?
অপূর্ব্ব কিরণ-ছটা এ হেন নিশীথে
হেরি মত্ত নাহি হয় যবন-হৃদয় ?
না হয় বিশ্বাস মম ; মানুষ আমরা,
মানুষ যবন সবে, ভেদজ্ঞান মোহে
অন্ধ মোরা, নাহি হেরি অন্তর প্রান্তরে
নিত্য প্রবাহিতা এক ফল্গু-স্রোত খেলা
চিরন্তন সনাতন ; তাই এত জ্বালা,
তাই দুঃখ ভূমণ্ডলে, তাই কান্না শোক
যত তাপ, যত পাপ অশান্তি ধরায় !
নহে হেন মোহে মুগ্ধ বীর বীরপতি ;
উদ্দীপিত চিত্ত তার আদর্শ গৌরবে ;
নিত্য সত্যোৎসাহী বীর, সত্য পথে খোঁজে
অপূর্ব্ব আদর্শ-নীতি মানবের হিতে।
মানুষ—মানুষ কেন এই ধরাতলে ?
কে রাখে সমাজে তার ?   কোন্ সুশাসনে

বহে শক্তি ধরমের, কোন্ শক্তি বলে
নীতির লহরী খেলে হৃদয়-সাগরে ?
আদর্শ, সে শক্তি সখি ! লক্ষ্যে আদর্শের
ছুটে নর যুগে যুগে ; মহান্ আদর্শে
উদ্দীপিত বীরপতি প্রিয়তম মম
মালোয়া গৌরব-মণি। জানি আমি কেন
সমরে যুঝিছে নাথ যবনের সনে।
নহে রণ পিপাসার প্রবল তাড়নে
তাড়িত মালোয়া-বীর, নহে বীরগণে
জিনিয়া অতুল কীর্ত্তি লভিবার আশে
গেল নাথ দুরজয় পাঠান-দলনে।
রক্ষিতে যুগের ধর্ম্ম গেছে প্রিয়তম
উদ্দীপিত মহাদর্শে, চাহে আলিঙ্গিতে
পাঠানে মৈত্রী বন্ধনে, ইচ্ছে যদি তারা
হেন মৈত্রী, হেরি রণে সদা অমঙ্গল।
জানি তার মর্ম্মকথা, নহি নামে শুধু
মরম-ঈশ্বরী তার, হে প্রিয় প্রমীলে !"

"অদ্ভুত শুনিনু আজি আননে তোমার
মধু বিশ্ব-প্রেম কথা মেওয়াত-তনয়া।"
কহিলা প্রমীলা চাহি করুণার পানে
স্নিগ্ধ চাঁদকরে দিব্য বাতায়ন পাশে

শরত-সন্ধ্যার কোলে ; "অদ্ভুত শুনিনু
মানব আদর্শ কথা ; সত্য বটে, দেবি !
মানুষ—মানুষ সদা এই ভূমণ্ডলে ।
এক রক্তে, এক মাংসে গঠিত সবার
শরীর এ ধরাতলে, এক বৃত্তি স্রোত
বহিছে সকল প্রাণে, ভূধর হইতে
বহে যথা অবিরত শত তরঙ্গিণী
এক স্নিগ্ধ সলিলের গৌরবে মাতিয়া
অনন্ত তরঙ্গ-রঙ্গে ; কিন্তু কহ, দেবি !
নহে কি শৃঙ্খলে বাঁধা নিয়ম বিশ্বের ?
পৃথক নিয়মে বাঁধা অনন্ত-বন্ধনে
নহে কি এ সৃষ্টি-জাল ? এক প্রাণ সদা
খেলে বটে বিশ্বময়, সমীরণ যথা
অবাধে বহিয়া চলে ধরাতল 'পরে ;
তবু আছে বিভিন্নতা সৃষ্টির সমাজে ;
যে নিয়মে তরুরাজি বসন্ত পল্লবে
নব প্রাণে হয় তৃপ্ত, সে নিয়মে কভু
না পায় ফিরিয়া প্রাণ মৃত পাখিগণ
বনানীর নিরজনে ; যে নিয়মে ঘুরে
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সবে এক কেন্দ্র টানে
অনন্ত শূন্যের বুকে অনন্ত সময়
দ্রুত বিদ্যুতের বেগে, জীবনের গতি

নহে সে নিয়মে বাঁধা ; কিম্বা যে নিয়মে
পূর্ণিমায় ছুটে বেগে সাগরের বারি
সুদূর আকাশ পথে, কভু সে নিয়মে
উচ্চতম শৃঙ্গমালা হিমাচল শিরে
না চলে চুম্বিতে বেগে সুনীল-গগনে।
পৃথক নিয়মে বাঁধা শক্তি-স্রোত-চয়
অনন্ত সৃষ্টির মাঝে ; মানব সমাজে
দেশ-কাল-ভেদে বহে নীতিতরঙ্গিণী
তেমনি অসীম স্রোতে ; কে পারে রোধিতে
গতি তার খরতরা ? কে চাহে বহাতে
এত শত স্রোতস্বতী সর্ব্ব ধরাময়
এক মহাস্রোত পথে সাগরের পানে ?
যে চাহে সে মূর্খ অতি, না জানে সে জন
গূঢ় তথ্য জীবনের ; হিন্দু মুসলমান
এ দুটি পৃথক জাতি, শকতি দোঁহার
বহিছে পৃথক স্রোতে, পৃথক সমাজে,
পৃথক নিয়মে বাঁধা অবনীর 'পরে।
কার শক্তি মিশাইবে আদর্শের বলে
এই দুটি মহাস্রোতে ? কে পারে খনিতে
হিমাচল, কহ সখি ! কেন অসম্ভবে
সম্ভব ভাবিয়া নর হইবে আকুল ?
আপন আপন ধর্ম্ম-গৌরব রাখিয়া

চলিব জীবনে মোরা, যবন-সন্তান
চলিবে আপন পথে আপন নিয়মে।
সংঘর্ষণ হয় যদি, প্রাণ বিনিময়ে
রাখিবে গৌরব নিজ হিন্দু এ'ভারতে।
তাই ক্ষত্রিয়ের রণে মৃত্যু ও কুশল,
মৃত্যুও স্বরগ বলি কীর্ত্তিত পুরাণে।
তাই যুগে যুগে হেথা কত অবতারে
অবতীর্ণ হ'ল বিভু; রামরূপ ধরি
বিনাশিলা পূর্ব্বে যত রাক্ষসের কুল
দেবদ্রোহী, ধর্ম্মদ্রোহী; তাই নারায়ণ
দ্বাপরে কৃষ্ণের রূপে নিপাতিলা হেথা
কুটিল কৌরবকুলে কুরুক্ষেত্র রণে।
জানি এই ধর্ম্ম শুধু বেদ-পুরাণের,
এই সনাতন নীতি; নাহি জানি কোথা
কি আদর্শ কোন্ পথে লইবে মানবে
এ জড়-শকতি-ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন মরতে।
কিবা মূল্য তার হেথা, সময় সাগরে
কি পথে বহিবে তার স্রোত সুনবীন!
হিন্দু. হিন্দু সদা, ধর্ম্ম রক্ষিবার তরে
অকাতরে দিবে প্রাণ সমর অনলে।
কি মৈত্রী বাঁধিবে তারে যবনের সনে?
কোথা কবে মৈত্রী হয় তৈলে ও সলিলে?

কোথা কবে মৈত্রী হয় আকাশে ভূধরে ?
নাহি চাহি হেন মৈত্রী মেওয়াত তনয়া,
না বুঝি তোমার দীপ্ত আদর্শের কথা।”

কহিলা করুণা, চাহি প্রিয় সখী পানে—
“কহিছ কি নীতি-কথা, সখি, এ সন্ধ্যায়
হেন শুদ্ধ, হেন শুভ্র চন্দ্রিমার তলে ?
কেন তর্কে আচ্ছাদিছ গৌরব সত্যের ?
সত্য বটে—এক স্রষ্টা পৃথক শাসনে
পৃথক বাঁধন ডোরে রাখেন বাঁধিয়া
বিভিন্ন সৃজন-নীতি সৃজন মাঝারে।
মানুষ নহে গো কভু সে নিয়ম হ'তে
ভিন্ন হেথা ; তবু নর নরের নিয়মে
নিয়ত রয়েছে বাঁধা ; সে রম্য নিয়মে
প্রীতি-ভালবাসা ধারা মধুর খেলায়
খেলে মানবের প্রাণে, অগ্রসরি তারে
নিত্য পূত প্রণয়ের মহাসিন্ধু পানে।
অগণিত সীমাহীন অনন্ত লহরে
ছুটে প্রকৃতির বুকে প্রকৃতি-শকতি
স্রষ্টার আদেশ বহি ; মানবের নীতি
আদর্শের বেগে চলি আপনার পথে
সৃজে অগণিত মৈত্রী, ভাঙ্গে বহু বাঁধে

অনন্ত সময়-বুকে মিশে শেষ দিনে
এক স্থির সিন্ধু-নীরে মহামিলনের।
এই নীতি মানবের, এ আদর্শ তার
উদ্দীপিত সে আদর্শে হবে সদা নর।
সেই তার ধ্রুবতারা, সেই তার আলো
আঁধার বনানীমাঝে, সে পবিত্র আলো
যুগে যুগে ধরাতলে ভুলায় তাহারে
ক্ষুদ্র স্বার্থ-কথা সদা, সেই কেন্দ্র তারে
রাখে স্থির অনাবিল নীতির গগনে।
জাগে এ বিশ্বাস সদা, হৃদয়ে আমার।
আর জাগে এ বিশ্বাস বিপুল গৌরবে
মম প্রিয়তম-হৃদে, তাই সদা সখি!
দোঁহে একাসনে বসি মাগি সদা বর
বিশ্ববিধাতার কাছে মহামৈত্রী তরে।
নাহি ভাবি কেবা হিন্দু, কেবা মুসলমান,
মাগি নর তরে বর নরের জগতে।
কিন্তু নহে প্রাণ আজি তৃপ্ত ভাবনায়
সুদূর আদর্শ হেরি, কাঁদি অবিরত
রণে অকুশল ভাবি দিবস রজনী।
পূজি স্মৃতিমূর্ত্তি সখি! সুদূর সুখের
নিত্য হৃদয় মাঝারে; সেই ছবি মম
অভিনব প্রণয়ের ভাতিবে কি চোখে

পুনঃ দিব্য সত্য রূপে ? হেরিব কি নাথে
আপনার পুরে পুনঃ ? কহ সখি মোরে
ফিরিবে কি প্রিয়তম রণজয়ী হেথা ?”
কাঁদিলা করুণা কহি বাণী সুকরুণ ;
ঝরিল নয়নে বারি, শিশিরের কণা
যথা শারদ উষায় ; হেরিলা প্রমীলা
কাঁদে প্রিয়তমা সখি প্রিয়তম তরে।

হেনকালে রাজপথে বাজিল বাজনা,
মহাকোলাহলপূর্ণ হইল নগরী।
সহস্র বিজয় ধ্বনি উঠিল বাজিয়া
ভরি মালোয়ার পুরী ; পূর্ণিমার রাতে
ছুটিল সে মহারব দিগদিগন্তরে।
প্রতিধ্বনি উত্তোলিল বাতায়ন পথে
মত্ত বিজয়ের ধ্বনি, কহিলা প্রমীলা
পরাণ-প্রতিম প্রিয় সখী পানে চাহি—
“ঐ শোন রব সখি ধ্রুব-বিজয়ের !
ঐ শোন কোলাহল, বিজয়ী সেনার।
ফিরিছে বিজয়ী হ’য়ে প্রাণনাথ তব
হিন্দুর গৌরব রাখি ; হিন্দুস্থান মাঝে
হিন্দু বীর জয়ী আজি, তাই রাজ্যময়
আনন্দের মহারোল ; অযুত পদাতি

পদভরে কাঁপাইছে তাই এ নিশীথে
মালোয়ার রাজপুরী ; চেয়ে দেখ হোথা
আনন্দে হাসিছে দিব্য হাসি সুমধুর
পূর্ণিমার পূর্ণচাঁদ ; হাসিছে গগনে
অসংখ্য তারকাচয় অপূর্ব্ব পুলকে।
ধন্য সেই মহাবীর, শক্তি যার রাখে
স্বধর্ম্ম-গৌরব সদা, ধন্য সেইজন
স্বজাতি-গৌরব যেবা রাখে ধরাতলে।”
বিপুল বিজয় বাদ্য পশিল প্রাসাদে,
অসংখ্য মালোয়া সেনা প্রবেশিল ধীরে
বিশাল মালোয়াপুরে, দাঁড়াইল সেনা
তরঙ্গের প্রায় পথে পূর্ণচন্দ্র তলে
আবরি সমগ্র ভূমি ; মুহু র্মুহুঃ পুরী
কাঁপিল কামান শব্দে, গাহে সৈন্যগণ
তুলি মহারব সবে ভরিয়া নগরী—
“জয় জয় বীরপতি রাজপুত-রবি
ভারতে গৌরবময় মূরতি শৌর্য্যের।”
পশিল সে জয়ধ্বনি করুণার কাণে
বেগে বাতায়ন-পথে, সুখ-অশ্রুধারা
ঝরিল নয়ন হ’তে মেওয়াত-বালার।

আহত রজত-দেহ দিল্লী সম্রাটের।
ঝলকে শোণিত-ধারা বহিতেছে ঘন
দিব্য সেই কান্তি পরে ; ক্ষতময় আজি
অক্ষত অজাতশত্রু সম্রাট্ শরীর।
ঝরিছে নয়ন হতে অশ্রু ফতেমার—
শ্রাবণের ধারা সম ; অদূরে বুগরা
ঘন দীর্ঘশ্বাস ফেলি বিলপিছে ধীরে ;
স্থির শুধু রহিমের গম্ভীর হৃদয় ;
স্বর্ণময় মুখ ঢাকি ঘন কালিমায়
গভীর বিষাদছবি উঠিছে ভাসিয়া।
তবু স্থির অচঞ্চল কান্দাহার-মণি,
গম্ভীর জলধি যথা গভীর নিশীথে।
কহিলা নাছিরুদ্দিন মুসলিম-তিলক
ধীরে মৃদুস্বরে চাহি বুগরার পানে—
"যাই আমি হে বুগরা মুসলমান-মণি।
রক্ষিও এ মহাদেশ, রক্ষিও ইহারে
তীব্র হিংসানল হ'তে ; হিন্দুস্থানে কভু
হিন্দু সনে বৃথা রণ শোভা নাহি পায়।
রাখি মৈত্রীভাব সদা হিন্দু-রাজ সনে
পালি ও এ মহাদেশ ; হের ক্ষত হ'তে
ঝলকে রুধির ঝরে বারিধারা প্রায়
জরা-জীর্ণ দেহে মম ; নাহি কাল আর।

ষষ্ঠ সর্গ

মুমূর্ষু নাছিরুদ্দিন দিল্লীর প্রাসাদে
দাসরাজ-কুলমণি ; শ্বেত শয্যা'পরে
শ্বেত চন্দ্রাতপতলে শ্বেত-কান্তি তাঁর
স্বহস্ত-নির্ম্মিত-বস্ত্রে শোভে মনোহর
উজল আলোকে আজি গভীর নিশায়।
সম্মুখে হেকিমগণ, পার্শ্বে দাসবধূ
পবিত্র ফতেমা সতী, শিরে দীর্ঘদেহ
কান্দাহার-সুত-শ্রেষ্ঠ ফকির রহিম,
তুষার-ধবল-কান্তি ধবল বসনে।
ঘন নৈশ-অন্ধকারে আচ্ছন্ন ধরণী ;
আকাশে তারকাচয় আবৃত সকলে
জলদের আবরণে, ঘন ঘন সদা
চমকে চপলা-রেখা সৃজি ঘনতর
অন্ধকার ধরাতলে ; ক্ষণে ক্ষণে দূরে
হুঙ্কারি বিটপীচয় উঠিছে কাঁপিয়া
ঝঞ্ঝার প্রবল বেগে, কোথা তরুশিরে
ব্যাকুল ডাকিছে পাখী ঘন আশঙ্কায়।

রক্ষিও ফতেমা সতী, সহোদরা তব
নিত্য নিরমল-চিত্ত সরল উদার।
যাই নিঃসন্তান আমি ; পাঠান-গৌরব
রক্ষ তুমি এ ভারতে এই দুরদিনে।
শ্রেষ্ঠ মুসলমান তুমি, হবে মহাযশা
সম্রাট্ এ দাসকুলে, দুঃখ শুধু আজি
না পারিনু রক্ষিবারে মুস্‌লিমের নীতি
দীর্ঘকাল এ ভারতে ; না পারিনু আমি
পূজিতে স্বরগ-দূতে স্বরগ-সম্মানে
মম রাজধানী মাঝে ; আর দুঃখ মম
না হেরিনু এ সময়ে জনকে তোমার—
উদ্দীপ্ত পাঠান-কুলে প্রতিহিংসা বশে,
মত্ত ধর্ম্মোন্মাদে, মত্ত করীবর যথা।
না জানি কি হ'ল সেথা রণে মোগলের।
অপ্রমিত শত্রুসেনা আক্রমিছে বেগে
সমরে পাঠানগণে, চাহে ধর্ষিবারে
ভারতে পাঠান-শক্তি পাঠান-গৌরব।
গেছে বৃদ্ধ বলবন্ যুঝিবার তরে
সেই মহাশক্তি সনে ; তাই ভাবি মনে
হেন সন্ধিক্ষণে হেন মরণ-শয়নে
কি হইবে পাঠানের ক্ষুদ্র শকতির
শত শত অরি মাঝে, হেথা এ ভারতে।

তবু পাইতাম যদি দর্শন তাহার
জীবনের শেষক্ষণে, কহিতাম তারে
মরণ-করুণ-কণ্ঠে গুটি কত কথা।
বজ্রনাদে কহিয়াছি যে কথা নিয়ত
আজি কহিতাম তাহা সুকরুণ সুরে।
চাহিতাম ভেদিবারে পাষাণ-হৃদয়
মৃত্যুর কোমল সুরে ; জানি বজ্র যেথা
নাহি পারে প্রবেশিতে, সেথাও কখন
পশে কুসুমের গন্ধ মন্দ সমীরণে।
কিন্তু বৃথা আশা মম, বৃথা সে ভরসা ;
আহত শরীর মম মালোয়া-যুবক
বীরপতি অস্ত্রাঘাতে ; শুধু কৃপা বশে
ছাড়িয়া গিয়াছে মোরে সমর-শয়নে
সসম্মানে মৈত্রী-তরে ; তৃপ্ত হৃদি মম
হেরি হিন্দু-হৃদি হেথা—হেরিয়া নয়নে
মৈত্রী ইচ্ছা হিন্দু-প্রাণে, কে করিত মোরে
রক্ষা সে সময়ে, হায় ? কে রাখিত যদি
বৃদ্ধ এ পাঠানে বান্ধি লইত মালোয়া
মালোয়ার যুবরাজ ? দিয়েছে প্রমাণ
যুদ্ধক্ষেত্রে সে যুবক মহাপ্রাণতার।
না হিংসে সে মুসলমানে মুসলমান বলি—
মানে সদা ধর্ম্মনীতি সর্ব্ব ধরমের

কিন্তু মরণের নাহি বিলম্ব আমার।
ঐ শোন গরজিছে জলদের বুকে
ভীষণ বিদ্যুৎ-রেখা, নামিতেছে দ্রুত
ঘন নিশা অন্ধকারে প্রলয় আঁধার,
ঘন গরজিছে ঝঞ্ঝা ভীষণ গর্জ্জনে।
আজি শেষ-দিন মোর ; পুনঃ বলি তোমা
হিন্দুস্থানে হিন্দু সনে রণের পিপাসা
যতকাল রবে হৃদে, নাহি ততকাল
শান্তি কভু মুস্‌লিমের,—স্তরে স্তরে তার
হবে নিত্য অবনতি, নিয়ত পতন।
এ নহে আমার কথা—এই উপদেশ
পবিত্র রহিম-মুখে হয়েছে নিঃসৃত।"
নিরবিলা ধীরে রাজা নাছির-উদ্দিন
ক্ষত-জরাজীর্ণ দেহ ; মরণ ছায়ায়
সঁপিতে আপন কায়া মুদিলা নয়ন।
কহিলা বুগরা চাহি সম্রাটের পানে—
"জাঁহাপনা! পাঠানের ঘোর দুরদিনে
ডুবিছে পাঠান-রবি ; নহিল, না হবে
মুসলমান কুলে হেন আদর্শ মহান
এ মহাভারত ভূমে আপনার সম!
বুঝি দাসবংশ হবে ধ্বংস নিরমূলে;
কুতবের মহাকীর্ত্তি চিরকাল তরে

হবে বুঝি লুপ্ত হেথা! বুঝি মুসলমান
বদ্ধ রবে দিব্য এই ক্ষেত্রে ধরমের
চির অন্ধকার মাঝে মহামোহ বশে।
কে শিখাবে মহানীতি মুসলমানগণে,
কে দেখাবে হেন স্থির আদর্শ-গৌরব ?
পুনঃ কোন্ শক্তিমান্ মুস্‌লিম হৃদয়
ভুলি সর্ব্ব ভেদজ্ঞান, সর্ব্ব সঙ্কীর্ণতা
সকল স্বার্থের মোহ, সর্ব্ব অহঙ্কার
দানিবে মৈত্রীর শান্তি দগ্ধ এ ভারতে ?
নহিবে নহিবে কভু মুসলমান কুলে
মহান্ চরিত্র হেন ; ভাতিবে না কভু
হেন অন্ধকার মাঝে আলোক জ্ঞানের।
তবু করিতাম আশা, যদ্যপি রহিম
দিব্য স্বরগের দূত দিব্য আলো নিয়ে
বসিত দিল্লীর বুকে উজলি হৃদয়
মহাতেজে সবাকার ; করিতাম আশা
বৃদ্ধ ধর্ম্মোন্মত্ত দীপ্ত জনক আমার
হেরিত পবিত্র আলো সত্যের যদ্যপি
জীবনের সন্ধ্যাকালে! কাহার আশ্রয়ে
ডুবিছ মোদের ছাড়ি হে মুস্‌লিম-রবি ?
কোন্ তরু-ছায়াতলে নিদাঘ তপনে
লভিব আশ্রয় মোরা ? কোন্ সে বিটপী

মরুমাঝে দিবে শান্তি বিদগ্ধ পথিকে ?
কি কুক্ষণে গেনু ছাড়ি এই রাজধানী
হয়ে অন্ধ অপমানে ! কেন হায় আমি
আপনি কুঠার দিনু আপনার পায় ।”
ধীরে নীরবিল সেথা সৈনিক বুগরা ;
ঝরিল অশ্রুর ধারা নয়ন হইতে
নির্ঝরের ধারা সম ; গরজিল হোথা
মহারবে মেঘমালা ; বহে দ্রুতবেগে
গগনে পবন স্রোত, ডাকিল হুঙ্কারি
ঘন তরুগণ সবে ; গর্জ্জে তরঙ্গিণী
হুহুঙ্কারে তরঙ্গের ; সুকরুণ রবে
শঙ্কায় ডাকিল ঘন নিশাচর সবে !
কহিলা সম্রাট্ চাহি বুগরার পানে—
নাহি দোষ কিছু তব সৈনিক বুগরা !
“না খণ্ডে অদৃষ্টলিপি, কেন বৃথা আর
বিফল জীবন নিয়ে কাটাইব কাল
বিশাল এ হিন্দুস্থানে ; কেন রোধি আর
অদৃষ্টের তীব্র স্রোতে মিথ্যা আকাঙ্ক্ষায় !
নাহি দুঃখ কিছু আজি মরণে আমার ;
দুঃখ শুধু—রহিল না আদর্শ গৌরব !
দুঃখ—নারিনু স্থাপিতে হিন্দুস্থান ’পরে
কীর্ত্তিস্তম্ভ মিলনের, শান্ত শির যার

ভেদিয়া কালের হৃদি শোভিত গৌরবে
কুতবের স্তম্ভ জিনি ; বৃথা গেল শুধু
জীবনের দিনগুলি দিল্লী-সিংহাসনে।"
কহিলা রহিম চাহি সম্রাটের পানে
স্থির নেত্রে, স্থির চিত্তে, সুগভীর স্বনে—
"বৃথা কাটে নাই তব জীবন, সম্রাট!
ধন্য মুসল্‌মান তুমি, ধন্য জন্ম তব।
ধন্য সে বাণী রাজন্ আফগান দেশে,
স্বপনে গর্জ্জিল যাহা কহিতে তোমায়
হ'তে দিব্য মুসলমান হিন্দুস্থান মাঝে।
মুসলমান-মণি তুমি, ওহে নরমণি!
ধরায় আরব সত্য প্রচারিতে ক্ষম
সর্ব্বরূপে ; কিন্তু তার হয়নি সময় ;
ভয়ঙ্কর ঝঞ্ঝা হেন এই নিশীথের
বহু ঝঞ্ঝা যাবে ধর্ষি অন্ধ মুসলমানে
এ পবিত্র হিন্দুস্থানে ; বহু নরপতি
হবে ধ্বংস ঝটিকায় ; বহু রাজকুল
ভস্মীভূত হবে হেথা সমর অনলে
নিদাঘের পত্র যথা দাবানল তেজে।
ভস্ম হবে সে আগুনে মরকত প্রায়
বহু মুসলমান-মণি, পুড়িবে তাহাতে
সুকোমল পদ্মরাগ হেন বহু প্রাণ।

তখন মুস্‌লিমগণ হেরিবে ভারতে
পবিত্র সত্যের জ্যোতিঃ, সময় সাগরে
উজলি উঠিবে যবে প্রতিকৃতি তার।
তখন উঠিবে ভাতি নূতন বরণে
শত মুসলমান চোখে সত্য আরবের ;
তখন হইবে মৈত্রী হিন্দু মুসলমানে,
তখন হইবে শান্তি এ ভারত-ভূমে।
তখন দু' সত্য স্রোত সিন্ধু গঙ্গা হেন
শান্ত সমীরণে বহি চলিবে মধুর
কলনাদে পূর্ণ শান্তি-সাগরের পানে।
নাহি রবে প্রতিহিংসা, না রবে ভারতে
অন্ধ-বিশ্বাসের মোহ ; হবে শান্তি হেথা।
রবে প্রতিহিংসা দ্বেষ যতকাল ভবে,
রবে অন্ধ ধর্ম্ম-মোহ ধর্ম্মে আবরিয়া,
নাহি শান্তি ততকাল ; হেরিতেছি আজি
দূর ভবিষ্যের পটে সুস্পষ্ট আলোকে
মুসলমান্ ভবিতব্য এ ভারত-ভূমে।
সহস্র বলবন্ আসি যুগ যুগান্তরে
ঘটাইবে বিসম্বাদ হিন্দু-মুসলমানে।
সহস্র নাছির আসি সে মহাপ্রলয়ে
দানিবে শান্তির সুধা আর আজি আমি
বহুকাল পরে সত্য কহিতেছি তোমা

ওহে দিল্লী-অধীশ্বর ! নাহি মৃত্যু মম ;
অমর রহিম-শক্তি সৃষ্টির মাঝারে ।
যুগ যুগান্তর ব্যাপি খেলে শক্তি মম
সর্ব্বচরাচরময় ; ধরার শৃঙ্খলা
রক্ষিতে অমর আমি ধাতার ইচ্ছায় ;
সদা শক্তিরূপে ফিরি জগত যুড়িয়া ।
চলিলাম ছাড়ি আমি এ দিল্লী নগরী
এই তুফানের রাতে ; যাব ফিরি পুনঃ
দূরে "খাইবার" পথে পর্ব্বত গুহায়
মেষ-পালকের দলে ; গাহিব সেথায়
মম মেষ-দল মাঝে অনন্ত পুলকে
ধাতার অনন্ত গুণ, নাচিবে তাহারা
মহারঙ্গে শুনি সেই পবিত্র সঙ্গীত ।
পুনঃ যবে মুসলমান চাহিবে স্থাপিতে
পবিত্র কোরাণ সত্য এ ভারত'পরে
দ্বেষহীন, হিংসাহীন, স্বার্থ গন্ধহীন,
তখন পর্ব্বত হতে আসিবে নামিয়া
পুনঃ এই মুসলমান পর্ব্বত-সন্তান ।
জেনো সত্য এই শেষ-বাণী রহিমের ।
গুপ্তচর বলি আমা কহিল বলবন্ ;
গুপ্তচর বটে আমি, ফিরি সঙ্গোপনে
বিশ্বময়, গুপ্তে সাধি উদ্দেশ্য ধাতার ।

যাই রাজা ! মাগে আজি বিদায় রহিম ।”
ঘন গরজনে ঝঞ্ঝা গর্জ্জিল আবার ;
আবার আকাশ ভেদি উঠিল নিনাদ
সর্ব্বনাশী চপলার, আবার কাঁপিল
ভূকম্পনে ধরাতল ; চাহিলা সম্রাট
পুনরায় আঁখি মেলি ; হেরিলা শিহরি
নাহি সে পবিত্র আলো সূর্য্যরশ্মি হেন
শিয়রে বিরাজমান ; হতাশে সম্রাট
ত্যজিলা পরাণ সেথা দিল্লী প্রাসাদের
বিশাল সে কক্ষমাঝে ; গর্জ্জিল তুফান
পুনঃ ঘোরতর নাদে জগত যুড়িয়া ।
হাহাকার করি উঠে সম্রাট শিয়রে
ফতেমা সাম্রাজ্ঞী সতী ; “হা ! হা ! কোথা গেলে
মম প্রিয়তম !” বলি উঠিলা ফুকারি
স্বর্ণময়ী রাজলক্ষ্মী নাছির-গৃহিণী ।
হাহাকার করি উঠে বুগরা সুমতি
শোকভরে মহারবে কক্ষে প্রাসাদের
ঝঞ্ঝায় নিশীথে, সেই ভীষণ আঁধারে ।
হাহাকারে কাঁদি উঠে চিকিৎসকগণ
আর রক্ষিগণ সবে ; হাহাকারময়
বিশাল প্রাসাদ হ’ল দিল্লী নগরীর ।
ঘন উল্কাপাত হ’ল ধরণী উপরে ;

কাঁপে ধরা ঘন কম্পে, বিকট চীৎকারে
ছাড়ি ভূত প্রেতগণ আলয় আপন
নাচে মহারঙ্গে সেথা দিল্লী-বক্ষ 'পরে
বিশাল নগরী মাঝে ভীষণ নর্ত্তনে।
হাহাকারে সর্ব্বপ্রাণী পূরিল গগন
ভীষণ সে ঝঞ্ঝা মাঝে ; পাঠান-গৌরব
লুপ্ত হল চিরতরে ধরণী হইতে।

* * *

* *

উদিল প্রভাত রবি ; জয়-ধ্বনি করি
মত্ত পাঠানের সেনা মোগল-বিজয়ী
পশিল নগরী মাঝে সেনাপতি সনে।
পশি রাজগৃহে হেরে বলবন্ বলী
মৃতদেহ সম্রাটের ; বাম পার্শ্বে তার
স্বর্ণমূর্ত্তি প্রায় মৃতা তনয়া আপন,
দিল্লীর সাম্রাজ্ঞী সতী ফতেমা সুন্দরী।
পার্শ্বে মৃতপ্রায় হেরে তনয় বুগরা
বঙ্গের শাসক বীর সৈনিক প্রবর ;
স্তব্ধ বলবন্ হেরি সে দৃশ্য ভীষণ ॥

সমাপ্ত